৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর, ২০১২

২ লক্ষ টাকা পুরস্কার

বজ্রপাতে হত তিন

সম্পাদক :— মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী
ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত মোবাইল নং : ৯৭৩২৭০৪৩৩৮

৭৮৬
৯২

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

সুন্নী জাগরণ

ষষ্ঠ সংখ্যা, নভেম্বর - ২০১২

-ঃ উপদেষ্টা পরিষদ ঃ-

সাইয়েদ মাসউদুর রহমান সাহেব - হাওড়া

মুফতী মোখতার আহমাদ সাহেব - কাজী কোলকাতা

মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী - চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি, কোলকাতা

মুফতী নূর আলম রেজবী - কোলকাতা নাখোদা মসজিদের ইমাম

শায়খুল হাদীস মোমতাজুদ্দীন হাবিবী - রাজমহল

শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী - গাড়ীঘাট মাদ্রাসা

মুফতী অয়েজুল হক হাবিবী - রাজমহল

মুফতী আশরাফ রেজা নাঈমী - রাজমহল

শায়খুল হাদীস মাকবূল আহমাদ ক্বাদেরী - দক্ষিণ ২৪ পরগনা

-ঃ সম্পাদক ঃ-

মুফতী গোলাম ছামদানী রেজবী

ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, মোবাইল নং - ৯৭৩২৭০৪৩৩৮
Website - www.sunnijagaran.wordpress.com

দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার

কমবেশি প্রায় চল্লিশ বৎসর থেকে বর্ধমান মেমারীর গোলাম মোর্তজা সাহেব কিয়াম এর উপরে একটি চ্যালেঞ্জ করিয়া আসিতেছেন যে, যদি কেহ প্রমান করিতে পারেন যে, সাহাবায় কিরাম কিয়াম করিয়াছেন অথবা বড় পীর সাহেব করিয়াছেন অথবা খাজা সাহেব করিয়াছেন, তাহা হইলে আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব। পরে এই অঙ্কটি বাড়াইয়া কুড়ি হাজার করিয়াছিলেন। তারপর পঞ্চাশ হাজার টাকাও করিয়াছিলেন। বর্তমানে বাজার মূল্যের দিকে তাকাইয়া অঙ্কটি বাড়াইয়া বলিতেছেন - এক লক্ষ টাকা।

সুন্নী উলামায় কিরাম গোলাম মোর্তজা সাহেবকে গোলাম মারদূদ বলিয়া থাকেন এবং তাঁহার কথায় কোন গুরুত্ব দিয়া থাকেন না। কারণ, না তিনি কোন আলেম মানুষ, না তাহার চ্যালেঞ্জ কোন যুক্তি সঙ্গত। কারণ, কোন জিনিষ নাজায়েজ হইবার জন্য সরাসরি কোরয়ানে অথবা হাদীসে নিষেধ থাকা শর্ত। অনুরূপ সাহাবায় কিরাম যাহা করেন নাই তাহা নাজায়েজ - হারাম, কিংবা বিদয়াত হইবে এমন কথা ইসলামে বলা হয় নাই। অন্যথায় গোলাম মোর্তজা নিজেই হইয়া যাইবেন অবৈধ বিদয়াত। কারণ, সাহাবায় কিরাম করিয়া যান নাই এমন বহু কাজ রহিয়াছে যেগুলি ওহাবী দেওবন্দী থেকে আরম্ভ করিয়া স্বয়ং গোলাম মোর্তজা পর্যন্ত সওয়াবের কাজ বলিয়া করিয়া থাকেন। কিন্তু তাহার মধ্যে এই বোধটুকু নাই বলিয়া নির্বোধ নাদানের ন্যায় চ্যালেঞ্জ করিয়া থাকেন। যদিও গোলাম মোর্তজা সাহেব চল্লিশ বৎসর থেকে এই প্রকার চ্যালেঞ্জ করতঃ দেওবন্দীদের গোলামী করিয়া আসিতেছেন তবুও তাহারা তাহাকে আলেম বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন না। যাইহোক, কথা না বাড়াইয়া বলিতেছি, আজকাল দেওবন্দীরা প্রায় জায়গায় সুন্নীদের ধরিয়া ধরিয়া বলিয়া বেড়াইতেছে যে, গোলাম মোর্তজা সাহেব ৩০/৪০ বৎসর থেকে এতো বড় অঙ্কের চ্যালেঞ্জ করিয়া আসিতেছেন কিন্তু সুন্নী আলেমরা চ্যালেঞ্জ গ্রহন করতঃ অঙ্কটি আদায় করিতে পারিতেছেন না কেন? নিশ্চয় তাহাদের মধ্যে দুর্বলতা রহিয়াছে।

বর্তমানে ওহাবী-দেওবন্দী-তাবলিগী-জামায়াতে ইসলামী, তথা সমস্ত বাতিল ফিরকার লোকেরা গোলাম মোর্তজা সাহেবের চ্যালেঞ্জের প্রতি খুবই বাহবা নিয়া থাকে। এইজন্য আমি সমস্ত বাতিল ফিরকার কাছে, বিশেষ করিয়া গোলাম মোর্তজা সাহেবকে চ্যালেঞ্জ করিতেছি, আল্লাহ তায়ালা ঈমানদারদিগকে প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি সালাম পাঠ করিতে নির্দেশ দিয়াছেন কিন্তু কি প্রকারে সালাম পাঠ করিতে হইবে তাহা বলিয়া দেন নাই। সুতরাং আমরা দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করা জায়েজ মনে করিয়া দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করিয়া থাকি। যদি কেহ, বিশেষ করিয়া গোলাম মোর্তজা সাহেব এই প্রকার সালাম পাঠ করা সরাসরি কোরয়ান অথবা হাদীস থেকে নাজায়েজ - হারাম কিংবা বিদয়াত বলিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমি তাহাকে দুই লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবো। এই সঙ্গে আরো বলিতেছি, যদি কেহ আমার এই চ্যালেঞ্জটি গোলাম মোর্তজার নিকটে পৌছাইয়া দিয়া জবাব আনিয়া দিতে পারে তাহা হইলে তাহাকেও দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিবো। প্রকাশ থাকে যে, বাহককে দশ হাজার টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এইজন্য দিয়াছি, যাহাতে কাজটি তড়িঘড়ি হইয়া থাকে। জানিনা, মরণের মারে কে আগে মরিবে!

ইমামদের সরকারী বেতন

মমতা সরকারের একটি ঘোষণা - মসজিদের ইমামদের বেতন দেওয়া হইবে। ফলে দেশজুড়ে একটি আলোড়ন সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। ইমাম সাহেবরা দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আবার অনেক ইমাম ভবিষ্যত কি হইবে তাহা নিয়া চিন্তা ভাবনার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছেন। অবশ্য এই ধরণের ইমাম সাহেবদের সংখ্যা খুবই কম। এখন প্রশ্ন হইতেছে সরকারী বেতন নেওয়া যাইবে কিনা?

সরকার যদি স্বেচ্ছায় কিছু দিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা নেওয়া নাজায়েজ হইবেনা। তবে ইহার ভবিষ্যত কি হইবে তাহা এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। ইতিপূর্বে আমরা

মাদ্রাসায় সরকারী বেতন গ্রহন করিয়া আসিতেছি। এককালে রাজ্যের আলিয়া মাদ্রাসাগুলির পড়াশোনা অতি উন্নতমানের হইতো। প্রাথমিক পর্যায়ে মাদ্রাসাগুলির খুবই যৎ সামান্য সাহায্য ছিল, ততদিন পর্যন্ত সর্বদিক দিয়া মাদ্রাসাগুলির বৈশিষ্ট্য বজায় ছিল। ১৯৮৪ সাল থেকে মাদ্রাসাগুলি হাই স্কুলের সমান বেতন পাইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই সঙ্গে সঙ্গে মাদ্রাসাগুলির সিলেবাসের মধ্যে বড় ধরণের পরিবর্তন ঘটিয়াছে। বর্তমানে নামে মাত্র মাদ্রাসা রহিয়াছে, আরবী পড়াশোনা শিকেয় উঠিয়া গিয়াছে। এককথায় নামে মাত্র মাদ্রাসা, আসলে হইয়া গিয়াছে হাই স্কুল। প্রায় তিরিশ বৎসরের মধ্যে পশ্চিমবাংলায় আলিয়া মাদ্রাসাগুলি থেকে একজন ছাত্র আলেমের মত আলেম হইয়া বাহির হয় নাই। এখন বুঝা যাইতেছে, আমরা সরকারের কাছ থেকে বেতন গ্রহন করিতেছিনা বরং ইল্ম বিক্রয় করতঃ বিনিময় গ্রহন করিতেছি। ইহা হইল বাস্তব কথা। জানিনা সরকারী বেতন গ্রহন করতঃ ভবিষ্যতে ইমাম সাহেবদের ঈমান বিক্রয় করিতে হইবে কিনা! দয়ালু সরকার যদি দয়া করতঃ মুসলমানদের প্রতি কিছু করুণা করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা ধন্যবাদ পাইবার কথা। কিন্তু যদি এই দয়ার ভিতরে কোন দুরভিসন্ধী থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে মুসলিমদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক ব্যাথা। খুব তড়িঘড়ি এক কলম লিখিয়া দিলাম। প্রয়োজনে পরবর্তী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দিব।

কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ

আহলে সুন্নাত যুগ যুগ থেকে কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ নামাজ পড়িয়া আসিতেছিল। আর কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ হইল সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ। সবাই জানিত যে, ওহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় কেবল মাত্র আট রাকয়াত তারাবীহ পড়িয়া থাকে। সুন্নীরা তাহাদের কথায় না কান দিতো, না তাহাদের কাজে আমল দিতো। ইদানিং কিন্তু অবস্থা কিছু পরিবর্তন হইয়াছে। সুবিধাবাদী কিছু মানুষ তাহাদের দেখাদেখি আট রাকয়াত তারাবীহ সমর্থন করিবার জন্য আগ্রহী হইয়াছে। ইহার পিছনে অনেক কারণ রহিয়াছে সেগুলি সম্পর্কে এই মুহূর্তে আলোচনা করিতেছি না। এখানে কেবল তারাবীহ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া দিতে চাহিতেছি।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সারা মাস জামায়াত সহকারে তারাবীহ নামাজ পড়িয়া ছিলেন না। উম্মাতের উপরে এই নামাজ ফরজ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় আল্লাহর রসূল মাত্র দুই তিন দিন পড়িয়া ছিলেন। দুনিয়ার কোন হাদীসে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম থেকে বর্ণিত আট রাকয়াত তারাবীহ এর কথা উল্লেখ নাই। বরং বায়হাকী, তিবরানী ও মুসান্নাফে ইবনো আবু শায়বার মধ্যে হজরত ইবনো আব্বাস রাদী আল্লাহু আনহুর থেকে বর্ণিত হইয়াছে - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমযান মাসে বিতির ছাড়া কুড়ি রাকয়াত পড়িতেন। পরবর্ত্তী কালে হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহুর যুগে কুড়ি রাকয়াত তারাবীহের উপরে সাহাবায় কিরামদিগের ইজমা হইয়াছে। যেমন মুয়াত্তায়ে ইমাম মালিকের মধ্যে হজরত সায়েব ইবনো ইয়াযিদ রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হইয়াছে, তিনি বলিয়াছেন - আমরা হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর যুগে কুড়ি রাকয়াত পড়িতাম। অনুরূপ আল্লামা মোল্লা আলী কারী শারহে বিকাইয়ার মধ্যে বলিয়াছেন - সাহাবায় কিরাম হজরত উমার ফারুক, হজরত উসমান গনী ও হজরত আলী রাদী আল্লাহু আনহুমদিগের যুগে কুড়ি রাকয়াত পড়িতেন। সুতরাং কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ও সাহাবাদিগের সুন্নাত ইহাতে সন্দেহ নাই। আর হানাফী মাযহাবের সমস্ত কিতাবে কুড়ি রাকয়াতের কথা বলা হইয়াছে। আল্লাহর অয়াস্তে কুড়ি রাকয়াতের উপরে যেমন চলিতেছেন তেমনই চলিতে থাকিবেন। কোন ওহাবীর কথায় কর্ণপাত করিয়া নিজেদের অমূল্য আমলকে কম করিবেন না। তারাবীহ সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা - 'কুড়ি রাকয়াত তারাবীহ' পাঠ করিবেন। অবশ্য এই মুহূর্তে কিতাবখানা ছাপা হয় নাই।

টুপী সম্পর্কে একটি প্রশ্ন

নামাজে কি টুপী পরিধান করা জরুরী? আমরা তো সারা দুনিয়ায় দেখিতেছি, কোন মানুষ টুপী মাথায় না দিয়া নামাজ পড়িয়া থাকে না। হঠাৎ করিয়া এখন দুই একজনকে দেখা যাইতেছে, তাহারা ইচ্ছাকৃত ভাবে টুপী মাথায় না দিয়া নামাজ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেছে, টুপী মাথায় দিয়া নামাজ পড়া জরুরী নয়। এইজন্য প্রশ্নটি করা হইয়াছে।

উত্তর ঃ-নামাজে টুপী পরিধান করা জরুরী। খালি মাথায় নামাজ পড়া নাজায়েজ। বর্তমানে ওহাবীদের মধ্যে কিছু কিছু মানুষ এই শয়তানী শুরু করিয়াছে। হানাফী ভাইদিগকে সাবধান করিতেছি, খবরদার! কোন ওহাবী শয়তানের কাছ থেকে বেয়াদবী শিক্ষা গ্রহণ করিবেন না। নামাজ পড়িবার অর্থ হইল দরবারে ইলাহীতে হাজির হওয়া। মানুষ মানুষের দরবারে পূর্ণ পোষাক পরিধান করিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। ইহা হইল সাধারণ নিয়ম। দেহের পূর্ণ পোষাকের মধ্যে টুপী হইল অন্যতম। সুতরাং টুপী মাথায় না দিয়া নামাজ পড়াই হইল চরম বেয়াদবী কাজ। আল্লাহু তায়ালা আমাদের সবাইকে তাওফীক দিয়া থাকেন যেন আমরা তাহার দরবারে পূর্ণ আদবের সহিত উপস্থিত হইতে পারি।

ফাতাওয়ায় নাঈমীয়া চতুর্থ খণ্ড ৪৮৭ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - খালি মাথায় নামাজ পড়া কঠিন গোনাহ, মাকরূহ তারহিমী, বিদয়াতে সাইয়েয়া। ইহার পরে এই কথার সপক্ষে কোরয়ান ও হাদীস থেকে অনেক দলীল প্রদান করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করিয়াছেন - "মুসলমানগণ! মসজিদের কাছে পূর্ণ সাজের সহিত চলিয়া এসো।" আর সাজ হইল পোষাক। পোষাকের মধ্যে মাথা অবশ্যই গণ্য। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মানুষ নিজেদের পোষাক বা উরদীর মধ্যে টুপী রাখিয়াছে। টুপীতে পোষাকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। অনুরূপ ইসলামী পোষাকের মধ্যে টুপীর বিশেষ স্থান রহিয়াছে। টুপী ছাড়া ইসলামী পোষাক অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ পোষাকে নামাজ পড়া গোনাহের কাজ।

দ্বিতীয় দলীল হিসাবে কাশফুল গুম্মাহ প্রথম খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা থেকে একটি হাদীস নকল করা হইয়াছে, ইমাম আব্দুল ওহ্হাব শায়ারানী হজরত ক্বাতাদাহ থেকে বর্ণনা করিয়াছেন - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম পাগড়ী অথবা টুপী দ্বারা মাথা ঢাকিতে আদেশ করিতেন এবং নামাজে মাথা খুলিয়া রাখিতে নিষেধ করিতেন।

তৃতীয় দলীলে বলা হইয়াছে, কোন নবী খালি মাথায় থাকিতেন না। তাফসীরে রুহুল মায়ানী অষ্টম খণ্ড ১৬৯ পৃষ্ঠায় তিরমিজী শরীফ থেকে নকল করা একটি হাদীসে বলা হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে দিন হজরত মূসা আলাইহিস সালাম তূর পাহাড়ে আল্লাহর সহিত কথা বলিয়াছেন সেইদিন তাঁহার পোষাক ছিল পশমের - পশমের কম্বল, পশমের টুপী, পশমের জুব্বা ও সালওয়ার, ছোট টুপী ও পশমের পায়জামা।

চতুর্থ দলীলে বলা হইয়াছে, কোন সাহাবী কোন সময়ে কোন নামাজ খালি মাথায় আদায় করেন নাই। সুতরাং বোখারী শরীফ প্রথম খণ্ড নামাজ অধ্যায়ে হজরত হাসান বলিয়াছেন - সাহাবায় কিরাম পাগড়ী অথবা টুপী পরিধান অবস্থায় নামাজ পড়িতেন।

পঞ্চম দলীলে বলা হইয়াছে - উল্লেখিত দলীলগুলি থেকে প্রমান হইয়াছে, টুপী পরিধান করতঃ নামাজ পড়া সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, সমস্ত সাহাবা ও সমস্ত নবীগনের সুন্নাত। সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ ত্যাগ করা গোনাহের কাজ। খালি মাথায় নামাজ পড়িতে সমস্ত ইমামগন নিষেধ করিয়াছেন। হানাফী মাযহাবের বিখ্যাত কিতাব আলামগিরী প্রথম খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় খালি মাথায় নামাজ পড়া মাকরূহ বলা হইয়াছে। অনুরূপ মালিকী মাযহাবের কিতাব বুলগাতুস্ সালেক প্রথম খণ্ড ১৯ পৃষ্ঠায় ইমাম মালিক বলিয়াছেন - খালি মাথায় নামাজ জায়েজ নয়। অনুরূপ শাফয়ী মাযহাবের কিতাবে ফাতাওয়ায় বেজূরী প্রথম খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - খালি মাথায় নামাজ জায়েজ নয়। অনরূপ হাম্বালী মাযহাবের কিতাব ফাতাওয়ায় মুগনীতে ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল বলিয়াছেন - খালি মাথায় নামাজ পড়া বিদয়াত। আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে গোমরাহ জামায়তগুলির গোমরাহী থেকে নিরাপদ করিয়া রাখেন - আমীন!

ওহাবীর নিকট ইবলীসের প্রশ্ন

✧ আমিও তাওহীদবাদী তুমিও তাওহীদবাদী!

✧ আমিও খুব নামাজ পড়িতাম, তুমিও খুব নামাজ পড়িতেছো।

✧ আমিও আল্লাহ ছাড়া কাহার সম্মান করি না, তুমিও করো না।

✧ আমিও নবীগনকে অসম্মান করিয়াছি, তুমিও নবীদিগের গুস্তাখ।

✧ আমিও রসূলের সম্মান অমান্য করিয়াছি,
তুমিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সম্মানের অমান্যকারী।

✧ আমিও রসূলকে কেবল বাশার বলিয়াছি তুমিও রসূলকে কেবল বাশার বলিয়া থাকো

✧ আমারও রসূলুল্লাহ এর শুভাগমনের প্রতি দুঃখ হইয়াছে, তুমিও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফের প্রতি সন্তুষ্ট নও।

✧ তবে ইনসাফ করিয়া বলো ভাই!

✧ আমি তো হইয়া গিয়াছি শয়তান, তবে তুমি আবার কেমন করিয়া মুসলমান!

মাঞ্জুরুল হক্ব, জালাল নিজামী কানযুল ঈমান দিল্লী মাসিক প্রত্রিকা, পৃষ্ঠা - ৭, নভেম্বর - ২০১১

বাইবেল কলেজ

আপনি কি অবগত রহিয়াছেন মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌছিয়াছে? মীলাদ, কিয়াম, উরূস, ফাতিহা, কবর যিয়ারত, শবে বরাতের হালুয়া রুটি, মুহার্রমের খিচুড়ি ইত্যাদি বিষয়গুলি আপনার নজরে অত্যন্ত গর্হিত কাজ বলিয়া গন্য। এইজন্য এই জিনিযগুলি সমাজ থেকে উঠাইবার জন্য প্রাণপন প্রচেষ্টা চালাইতেছেন। পাড়ায় পাড়ায় দন্দ ও মহল্লায় মহল্লায় বিবাদ সৃষ্টি করিতেছেন। অথচ এই জিনিযগুলির প্রত্যেকটি কোরয়ান ও হাদীস ভিত্তিক। আপনি খোঁজ রাখিয়াছেন, আপনার এলাকায় প্রায় প্রতিটি গ্রামে ২/১ জন করিয়া ছেলে ভিতরে ভিতরে কাদিয়ানী হইয়া যাইতেছে! প্রায় প্রতিটি গ্রামে ২/১ টি করিয়া ছেলে খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে। কখন কখন প্রকাশ্যে ইহারা বৈঠক করিতেছে। এলাকার কোন মানুষ এই দিকে কোন রকমের নজর উঠাইয়া দেখিতেছে না। ভাল ভাল অনেক ফ্যামিলির ছেলেরা খৃষ্টানদের বাইবেল কলেজে ভর্তি হইয়া পড়াশোনা করিতেছে। যে সমস্ত ছেলেরা এই কলেজ থেকে বাহির হইয়া আসিবে তাহারা কোনদিন মুসলমান থাকিবে না। এমন দিন চলিয়া আসিতে আর বেশি দিন বাকী নাই যে, যেমন প্রতিটি গ্রামে রাজনৈতিক ভিন্ন দলের মানুষ বসবাস করিয়া থাকে, ঠিক তেমনই একই গ্রামে মুসলমান, কাদিয়ানী ও খৃষ্টান বসবাস করিবে। খানা পিনা থেকে আরম্ভ করিয়া হায়াতে মওতে একে অপরের পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, ঠিক তেমনই হইবে কাদিয়ানী, খৃষ্টান ও মুসলমানদের অবস্থা। সবাই সবাইয়ের পাশে থাকিবে। কেহ কাহারো প্রতি কোনরূপ ঘৃণা রাখিয়া চলিবে না। কারণ, কাদিয়ানী ও খৃষ্টান হইয়া যাওয়া কোন দোষের কথা নয়। দোষের কাজ হইল মীলাদ কিয়াম করা, পীর ওলীদের দরবারে যাওয়া, আল্লাহর দরবারে রসূলের অসীলা দিয়া দোওয়া চাওয়া ইত্যাদি। যদিও সমাজে আর আগের মতো খুব বাধাবাধি নাই, তবুও মানুষ এখনো পর্যন্ত সমাজে অনেক অবৈধ কাজের বিরোধীতা করিয়া থাকে। তিন তালাক দিয়া স্ত্রীকে নিয়া চলিবে তাহা মানুষ সহজে মানিয়া নিতে পারে না। এখনো বহু গ্রামে বয়কটের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমি এই বয়কটের বিরোধী নয়, বরং খুবই পক্ষে। কিন্তু আমি বলিতে চাহিতেছি, যে ব্যক্তি তিন তালাক দেওয়ার পরে কোন প্রকার ব্যবস্থা না করিয়া স্ত্রীকে নিয়া ঘর সংসার করিয়া চলিতেছে তাহার অপরাধ কি সেই ব্যক্তির থেকে বেশি, যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে খৃষ্টান অথবা কাদিয়ানী হইয়া গিয়াছে? যে ব্যক্তি তিন তালাক দিয়া স্ত্রীকে নিয়া চলিয়া থাকে সে তো কেবল একটি হারাম কাজে লিপ্ত হইয়া গিয়াছে মাত্র। নিশ্চয় কেহ তাহাকে কাফের বলিতে পারিবে না। কিন্তু যে ব্যক্তি কাদিয়ানী কিংবা খৃষ্টান হইয়া চলিতেছে সে তো প্রকাশ্য কাফের। কাফের বয়কট হইবে না, তালাক দাতা হইবে বয়কট? হিন্দু, মুসলিম একই গ্রামে একই মহল্লাতে পাশাপাশি বসবাস করিতে পারিবে, ইহা ইসলামের নজরে কোন দোষের কথা নয়। যে কোন জাতের মানুষ হউক না কেন, একই সঙ্গে বসবাস করায় কোন দোষ নাই।

কিন্তু একজন মুসলমান ইসলাম ত্যাগ করতঃ হিন্দু কিংবা খৃষ্টান হইয়া মুসলিম মহল্লায় বসবাস করিতে পারে না। তাহাকে সহজে বসবাস করিবার সুযোগ দিলে সমস্ত গ্রামবাসী গোনাহ্গার হইয়া যাইবে। ইহা কোন জাতির মানুষ মানিয়া নিতে পারিবেনা। হাজার হাজার হিন্দু মুসলিম একই মহল্লায় ভাই ভায়ের মত বসবাস করিয়া চলিতেছে কিন্তু একজন হিন্দু মুসলমান হইয়া হিন্দু মহল্লায় শান্তির সহিত বসবাস করিতে পারিবেনা। কিন্তু কি আশ্চর্য! একজন মুসলমান স্বধর্ম ত্যাগ করতঃ খৃষ্টান হইয়া মুসলিম মহল্লায় বিনা দ্বিধায় বসবাস করিয়া চলিতেছে। মুসলিম সমাজের একান্ত উচিত, যাহারা বাইবেল কলেজে পড়াশোনা করিতেছে অথবা যাহারা প্রাকশ্যে খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে কিংবা কাদিয়ানী হইয়া গিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে শরীয়ত সাপেক্ষ ব্যবস্থা গ্রহন করা। অন্যথায় সমস্ত সমাজ দরবারে ইলাহীতে দায়ী হইয়া থাকিবে।

জাকির নায়েক মুজাদ্দিদ ?

কিছু মানুষ বলিতে আরম্ভ করিয়াছে, জাকির নায়েক মুজাদ্দিদ। কারণ, তিনি বহু মানুষকে মুসলমান করিয়া ফেলিতেছেন। - লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! নাউজু বিল্লাহ, নাউজু বিল্লাহ! ইসলামের সঠিক অর্থে জাকির নায়ক মুসলমান কিনা, তাহা বিবেচনার বিষয়। যাহারা জাকির নায়েককে মুজাদ্দিদ বলিতে চাহিতেছে তাহারাও সঠিক মুসলমান নয়। 'মুজাদ্দিদ' কথাটি খুব ছোট নয়। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, একশত বৎসর পরে পরে আল্লাহ তায়ালা একজন করিয়া মুজাদ্দিদ প্রেরন করিয়া থাকেন। এইবার বলুন, সেই লোকটি কেমন হইবে! যাহার মধ্যে মৌলবীয়ানা ঠাটবাট নাই সেই আবার মুজাদ্দিদ! লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

জাকির নায়েক এই পর্যন্ত কয়জন মুসলমান করিয়াছে? তাহার কাছে একজন মুসলমান হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হইয়া থাকে না। আর যদি কিছু মানুষ মুসলমান হইয়াই থাকে, তাহাতে মুসলমানদের জন্য কি গৌরব রহিয়াছে? মুসলমান হাজার হাজার হিন্দু হইয়া যাইতেছে, হাজার হাজার কাদিয়ানী ও খৃষ্টান হইয়া যাইতেছে, এই ক্ষেত্রে জাকির নায়েকের ভূমিকা কি রহিয়াছে? বর্তমানে কোন অমুসলিমকে মুসলমান করা বড় সওয়াবের কাজ নয়, বরং মুসলমানকে মুসলমান করিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করাই হইল বড় সওয়াবের কাজ। যে সমস্ত তরুণ যুবক ও ডাক্তার, মাষ্টারের দল টেলিভিশনের পরদায় চোখ রাখিয়া জাকির নায়েকের কাছে নাটকীয় ভাবে দুই একজনকে মুসলমান হইতে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছে তাহারা বাস্তবে তাহাদের এলাকায়, গ্রামে ও মহল্লায় মুসলমানকে কাদিয়ানী, খৃষ্টান হইতে দেখিয়া কি কোন দিন দুঃখ পাইয়াছে? জাকির নায়েকের হাতে কেহ সত্যিকারে মুসলমান হইয়াছে কিনা, তাহাতে আমার সন্দেহ রহিয়াছে। কিন্তু আমার এলাকায় যে সমস্ত শিক্ষিত তরুন যুবকেরা খৃষ্টান হইয়া গিয়াছে তাহাদের ব্যাপারে আমার কোন সন্দেহ নাই। এইবার বলুন! আমার জন্য খুশির বিষয়, না দুঃখের বিষয়? মুসলিম সমাজের জন্য গৌরবের কথা, না লজ্জার বিষয় তাহা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিবেন!

সুলতানুল হিন্দ - গরীব নাওয়াজ

এ বৎসর হুজুর খাজা গরীব নাওয়াজ মঈনুদ্দীন চিশতী আজমিরী রহমা তুল্লাহি আলাইহির আটশত বৎসর পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। সারা হিন্দুস্তান নয়, বরং সারা দুনিয়া ব্যাপী যেখানে সুন্নী মুসলমান রহিয়াছেন সেখানে এক বিরাট সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সুলতানুল হিন্দের আটশত বৎসর পূর্ণ হইবার উরূস শরীফ পালনের পূর্ণ প্রস্তুতি। ভারত ও পাকিস্তানের সর্বত্রে খুব আড়ম্বরের সহিত পালিত হইবে খাজা আজমিরীর উরূস পাক। আল হামদু লিল্লাহ, গতকাল শুক্রবার আমার মজলিসে হজরত গবীর নাওয়াজের জীবনের উপরের আলোচনা করা হইয়াছে। কেবল তাই নয়, খতমে খাজেগানে চিশতীয়াও করা হইয়াছে। এখন খাজা গরীব নাওয়াজের জীবনের উপরে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়া দিয়া

তাঁহার রুহানী ফায়েজ হাসেল করিতে চাহিতেছি, যদি তাঁহার দরবারে এই লেখাটুকু কবুল হইয়া যায়।

সুলতানুল হিন্দ, আত্বায়ে রসূল, খাজা গরীব নাওয়াজ হজরত মঈনুদ্দীন চিশতী রহমা তুল্লাহি আলাইহি ৫৩৭ হিজরীতে খোরাসানে জন্ম গ্রহন করিয়াছেন। তাঁহার পিতার নাম হজরত গিয়াসুদ্দীন হাসান। মাতার নাম উম্মুল অরা। খাজা আজমিরী আলাইহির রহমাহ পিতার দিক দিয়া হাসানী এবং মাতার দিক হিয়া হুসাইনী ছিলেন।

খাজা গরীব নাওয়াজ আলাইহি রহমার মোহতারমা মাতা বলিয়াছেন - যখন আমার নূরে নজর আমার পেটে আসিয়াছে সেই সময় আমার সমস্ত বাড়ি বর্কাতে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। শত্রুরাও আমার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কখন কখন সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন আমার নজরে আসিয়া যাইত। যখন আমার আল্লাহ তাহার পাক দেহে প্রান ফেলিয়া দিয়াছেন তখন থেকে প্রতিদিন অর্ধরাত থেকে সকাল পর্যন্ত আমার পেট থেকে তাসবীহ পাঠ করিবার আওয়াজ আসিতো। আমি এই আওয়াজে মস্ত হইয়া যাইতাম। যেদিন আমার ঘরে তাঁহার জন্ম হইয়াছে সেদিন আমার ঘর নূরে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। নয় বৎসর বয়সে তিনি কোরয়ান শরীফের হাফিজ হইয়াছেন। তাঁহার পিতা ছিলেন যুগের জবরদস্ত আলেম। পিতার নিকট থেকে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া ছিলেন। অতঃপর সাঞ্জারে একটি মাদ্রাসায় ভর্ত্তি হইয়া যান। সেখানে খুব শীঘ্র তাফসীর, হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে ও আরো অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিয়াছেন। যখন তাঁহার বয়স মাত্র ১৫ বৎসর হইয়াছে তখন তাঁহার পিতা ইন্তেকাল করিয়াছেন।

পিতার ইন্তেকালের পরে খাজা আজমিরী মীরাস সূত্রে একটি উদ্যান পাইয়াছিলেন। একদিন তিনি বাগানে সেচ দেওয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন এই সময় একজন দরবেশ হজরত ইবরাহীম কানদুযী বাগানে প্রবেশ করিয়া খাজার সামনে উপস্থিত হইয়াছেন। হজরত খাজা প্রথম থেকে পীর দরবেশ ঘেঁসা ছিলেন। দরবেশকে দেখিয়া তিনি অতি আনন্দের সহিত সাক্ষাত করতঃ খুব আদবের সহিত আঙ্গুরের একটি থোকা খাইতে দিয়াছেন। হজরত ইবরাহীম বুঝিতে পারিয়াছেন যে, এই তরুণের জন্য একজন পথ প্রদর্শকের প্রয়োজন। এই তরুণ আজ এই বাগানের মালী হইয়া রহিয়াছে কিন্তু ভবিষ্যতে সে হইবে লক্ষ লক্ষ মানুষের দিলের মালী। আজ জমীনকে ভিজাইতেছে, কাল মানুষের অন্তর জমীনকে ভিজাইতে থাকিবে। হজরত ইবরাহীম খাজা আজমিরীর প্রদান করা আঙ্গুর না খাইয়া তিনি তাহার থলি থেকে একটি জিনিষ বাহির করিয়া তাহা চিবাইয়া খাজার মুখে দিয়াছেন। ইহা খাইবার সাথে সাথে তাঁহার দিলের দুনিয়া পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। হজরত ইবরাহীম হজরত খাজার দিলের দুনিয়াকে পরিবর্তন করিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এদিকে হজরত খাজা নিজের উদ্যানটি বিক্রয় করিয়া দিয়া টাকা পয়সা গরীবদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়া মাওলার সন্ধানে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

তিনি প্রথমে খোরাসান। তারপর সামারকান্দ ও বোখারায় সফর করিয়াছেন। ৫৪৪ থেকে ৫৫০ পর্যন্ত জাহিরী ইল্ম শিক্ষার কাজ সমাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে বাগদাদ, বোখারা ও সামারকান্দ ছিল ইসলামী ইল্মের মারকায। হজরত খাজা সাহেব বোখারার সুবিখ্যাত মাওলানা হুসামুদ্দীন ও মাওলানা আশরাফুদ্দীন এর নিকট থেকে ইল্ম হাসেল করিয়াছেন।

এই যুগে সুবিখ্যাত আশিকে রসূল হজরত খাজা উসমান হারুনী হারুন নামক বস্তীতে বসবাস করিতেন। তাঁহার ফায়েজ দুর দুরান্ত পর্যন্ত পৌছিয়া গিয়াছিল। প্রথম যখন এই শায়খে কামেলের দিকে হজরত খাজার নজর পড়িয়া গিয়াছিল তখন তিনি খুশিতে মস্ত হইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর হজরত উসমান হারুনীর হাতে বায়েত গ্রহন করিয়াছেন। খাজা আজমিরী স্বয়ং বলিয়াছেন - একদিন আমি আমার মুর্শিদের দরবারে উপস্থিত হইলে তিনি আমাকে বলিয়াছেন - দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করো। আমি দুই রাকয়াত নামাজ আদায় করিয়াছি। তারপর তিনি আমাকে কিবলামুখি হইয়া বসিতে বলিয়াছেন। আমি খুব আদবের সহিত বসিয়া গিয়াছি। তারপর তিনি বলিয়াছেন - সূরাহ বাকারাহ তিলাওয়াত করো। আমি তাহাই করিয়াছি। তারপর নির্দেশ দিয়াছেন ষাটবার 'সুবহানাল্লাহ' পাঠ করো। আমি তাহা পাঠ করিয়াছি। অতঃপর তিনি আমার হাতকে তাহার হাতে নিয়ে আসমানের দিকে তাকাইয়া বলিয়াছেন - আমি তোমাকে খোদা পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়াছি। অতঃপর তিনি আমার মাথায় একটি টুপী পরাইয়া দিয়াছেন। অতঃপর

বলিয়াছেন - বাসিয়া যাও। আমি বসিয়া গিয়াছি। তখন তিনি নির্দেশ করিয়াছেন - এক হাজার বার সূরাহ ইখলাস পাঠ করো। আমার ইহা পাঠ করা শেষ হইলে তিনি বলিয়াছেন - এখানে একদিন একরাত সাধনা করো। আমি এই নির্দেশ পাইয়া একদিন একরাত ইবাদত উপসানাতে কাটাইয়াছি। দ্বিতীয় দিনে দরবারে হাজির হইলে তিনি আমাকে বসিতে বলিলে আমি তাহার পবিত্র কদম বুসি করতঃ বসিয়া গিয়াছি। অতঃপর তিনি আমাকে আসমানের দিকে তাকাইতে ইংগিত করিয়াছেন। আমি আসমানের দিকে তাকাইলে তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন - কতোদুর দেখিতে পাইয়াছো? আমি বলিয়াছি - আরশে মো'লা পর্যন্ত। তারপর নির্দেশ করিয়াছেন - নিচের দিকে তাকাও আমি নিচের দিকে তাকাইয়াছি। জিজ্ঞাসা করিয়াছেন কতোদুর পর্যন্ত দেখিতে পাইতেছো? আমি আরজ করিয়াছি তাহ্তাস্সারাহ পর্যন্ত। আবার নির্দেশ করিয়াছেন - এক হাজার বার সূরাহ ইখলাস পাঠ করো। আমি এক হাজার-বার সূরাহ ইখলাস পাঠ করিয়াছি। অতঃপর হুকুম দিয়াছেন - আসমানের দিকে তাকাও। আমি আবেদন করিলাম - আজমাতে ইলাহীর পরদা পর্যন্ত পরিস্কার দেখিতে পাইতেছি। অতঃপর বলিয়াছেন - চক্ষু বন্ধ করো। আমি চক্ষু বন্ধ করিয়া নিয়াছি। আবার হুকুম দিয়াছেন - চক্ষু খুলিয়া ফেল। অতঃপর তিনি আমার সামনে দুই আঙ্গুল দেখাইয়া বলিয়াছেন - কি দেখিতে পাইতেছে? আমি আরজ করিলাম - হুজুর! আঠারো হাজার মাখলূক আমার চোখের সামনে রহিয়াছে। যখন আমি এই কথা বলিয়াছি, তখন তিনি বলিয়াছেন - যাও, তোমার কাজ হইয়া গিয়াছে। ইহার পরে একটি ইট, যাহা সামনে পড়িয়া ছিল সেদিকে ইংগিত করতঃ বলিয়াছেন - উঠাও। আমি তাহা উঠাইয়াছি। ইটটির নিচে কিছু দীনার ছিল। হজরত বলিয়াছেন - এইগুলি ফকীর মিসকিনদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দাও। আমি নির্দেশ পালন করিয়াছি। অতঃপর হুকুম হইয়াছে - আমার সহবতে কিছু দিন থাকিয়া যাও। খাজা আজমিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কুড়ি বৎসর পীরের খিদমাতে হাজির ছিলেন। দেশে বিদেশে সর্বত্রে পীরের পাশে ছায়ার ন্যায় হাজির থাকিতেন। পীরের সামানপত্র মাথায় ও কাঁধে নিয়া সফরের সঙ্গী হইতেন। এই দীর্ঘ কুড়ি বৎসরে পীরের খিদমাতে থাকিয়া মা'রেফাত ও হাকীকাতের সমস্ত মঞ্জীল অতিক্রম করিয়াছেন এবং আধ্যাত্মিক জগতের সমস্ত গুপ্তভেদ সম্পর্কে অবগত হইয়াছেন।

খাজা আজমিরী বলিয়াছেন - আমার মুর্শিদ হজরত উসমান হারুনী আমাকে সঙ্গে নিয়া মক্কা ও মদীনার মুসাফির হইয়াছেন। মক্কা শরীফ পৌছিয়া কাবা শরীফ তওয়াফ করিবার পরে আমার হাত ধরিয়া আল্লাহ তায়ালাকে সমর্পন করিয়া দিয়াছেন। মুনাজাতের আওয়াজ আসিয়াছে - আমি মঈনুদ্দীনকে কবূল করিয়াছি। অতঃপর আমাকে সঙ্গে নিয়া মদীনা শরীফে পৌছিয়াছেন। হুজুর পাকের পবিত্র দরবারে হাজির হইয়া আমাকে বলিয়াছেন - সালাম পেশ করো। আমি আদবের সহিত সালাম পেশ করিয়াছি। সালামের জবাব আসিয়াছে - অ আলাই কুমুস সালাম ইয়া কুতবাল মাশায়েখ! এই আওয়াজ শ্রবন করিয়া আমার মুর্শিদ বলিয়াছেন - এখন তুমি কামালিয়াতের দরজায় পৌছিয়া গিয়াছো।

খাজায় খাজেগান মঈনুদ্দীন চিশতী বাগদাদ থেকে পীরে কামেল মুর্শিদে বর হাক খাজা উসমান হারুণীর নিকট থেকে বিদায় নিয়া ইসফেহান পৌছিয়াছেন। সেখানে হজরত কুতবুদ্দীন বখ্তীয়ার কাকীকে মুরীদ করিয়াছেন। তাহাকে সঙ্গে নিয়া মক্কা শরীফ পৌছিয়াছেন। হজ আদায় করিবার পর মদীনা শরীফ পৌছিয়াছেন। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ! রহমাতুল্লিল আ'লামীনের দরবার থেকে শুভ সংবাদ হইয়া গিয়াছে। ওহে মুঈনুদ্দীন! আমি তোমাকে হিন্দুস্তানের বিলায়েত প্রদান করিয়াছি। তুমি আজমীর চলিয়া যাও। এই সঙ্গে সঙ্গে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম খাজা আজমিরীকে জান্নাতের একটি আনার প্রদান করিয়াছেন। হজরত খাজা অতি আদবের সহিত রওজা পাক থেকে বাহির হইয়াছেন। এই সময়ে তাঁহার উপরে ছিল এক অস্বাভাবিক অবস্থা। যখন তিনি মস্তীর অবস্থা থেকে সাধারণ অবস্থায় পৌছিয়াছেন তখন তিনি চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছেন যে, হিন্দুস্তান কোথায় ও কোন দিকে? এই চিন্তার মধ্যে তিনি ছিলেন। অতঃপর সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। ঈশার নামাজের পরে নিদ্রা আসিয়াছে। স্বপ্নে সমস্ত হিন্দুস্তানের নক্শা, বিশেষ করিয়া আজমীর শরীফের দৃশ্য চোখের সামনে ভাসিয়া উঠিয়াছে। স্বপ্ন থেকে জাগ্রত হইয়া শুকরানা সিজদা করতঃ হুজুর পাকের পবিত্র রওজা শরীফে হাজির হইয়া দরূদ ও সালাম পেশ

করতঃ হিন্দুস্তানের দিকে রওয়ানা হইয়াছেন।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক থেকে বিদায় নিয়া হজরত দ্বিতীয় বারে বাগদাদ শরীফ পৌছিয়া মুর্শিদ হজরত উসমান হারুণীর দরবারে হাজির হইয়াছেন। আর হুজুর পাকের নিকট থেকে পাওয়া শুভ সংবাদ শুনাইয়া দিয়াছেন। ইহা শ্রবন করতঃ মুর্শিদ অত্যন্ত খুশি হইয়াছেন এবং মুখে মুচকি হাসি চলিয়া আসিয়াছে। মুর্শিদের দরবার থেকে শেষ বিদায় নেওয়ার দিন হজরত খাজাকে নিজের লাঠি মুবারক, মুসাল্লা ও খিরকা প্রদান করিয়াছেন। সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর রসূলের যে সমস্ত বর্কাতময় জিনিষ মুর্শিদের নিকটে ছিল সেগুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া দিয়াছেন। বলিয়াছেন - নাও, এইগুলি হইল আমার স্মৃতি। খুব হিফাজতের সহিত নিজের কাছে রাখিবে যেমন আমি রাখিয়া ছিলাম। আর তুমি যদি কাহারো উপযুক্ত মনে করিয়া থাকো, তাহা হইলে তাহাকে দিয়া দিবে। সেই হইতেছে পীরের প্রকৃত খলীফা, যে পীরের বাক্যাবলী মনে প্রানে স্থান দিয়া থাকে এবং সেগুলির প্রতি আমল করিয়া থাকে। অতঃপর মুরীদ মঈনুদ্দীনকে মুর্শিদ উসমান হারুণী বিদায় দিয়া নিজে ফিকরে ইলাহীতে মশগুল হইয়া গিয়াছেন।

খাজা আজমিরী হজরত কুতবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী, হজরত মোহাম্মাদ ইয়াদ্‌গার ও হজরত খাজা ফখরুদ্দীনকে সঙ্গে নিয়া হিন্দুস্তানের পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়াছেন। যখন তিনি হিন্দুস্তানে প্রবেশ করিয়াছেন সেই সময়ে সুলতান শিহাবুদ্দীন গৌরী ও তাহার সৈন্যরা পৃথ্বীরাজের কাছে পরাস্ত হইয়া গজনীর দিকে পলায়ন করিতেছিল। তাহারা খাজা সাহেবকে নিষেধ করিয়াছিল যে, মুসলমানদের পরাজয় হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সেখানে আপনার যাওয়া উচিত হইবে না। কিন্তু এই নূরানী কাফেলার তরফ থেকে উত্তর দেওয়া হইয়া ছিল - তোমরা তলোয়ারের উপর নির্ভর করিয়া গিয়াছিলে। আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভর করিয়া যাইতেছি। অতঃপর এই কাফেলা মুলতান হইয়া লাহোরে হজরত দাতা গঞ্জে বখ্‌শ এর মাযার শরীফে অবস্থান করতঃ ফায়েজ ও বর্কাত হাসেল করিবার পর দিল্লী পৌছিয়া ছিলেন এবং তিনি হিদায়েতের কাজ আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার তাবলীগ ছিল মানুষের দিলের উপরে। যে তাঁহার কাছে আসিয়াছে সে ইসলাম গ্রহন করিয়াছে। খুব অল্প দিনের মধ্যে দিল্লীতে মুসলমানদের সংখ্যা বহু হইয়া গিয়াছিল। শেষে খাজা সাহেব তাঁহার বড় খলীফা হজরত কুতবুদ্দীন বখতীয়ার কাকীকে দিল্লীতে হিদায়েত এর কাজ চালাইবার জন্য রাখিয়া দিয়া চল্লিশ জনকে সঙ্গে নিয়া আজমীর রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। এই সফরে আজমীর পৌছাতে পৌছাতে শত শত মানুষ তাঁহার হাতে মুসলমান হইয়া গিয়াছেন, আজমীরে পৌছিয়া একটি বৃক্ষতলে অবস্থান করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকজন মানুষ আসিয়া নিষেধ করিয়াছেন যে, এখানে রাজার উট বসিয়া থাকে। হজরত বলিয়াছেন - অনেক জায়গা রহিয়াছে যেখানে সেখানে উটকে বসানো যাইতে পারে। কিন্তু রাজার লোকেরা খাজা সাহেবকে উঠাইবার জন্য কঠোর ভাব দেখাইয়াছে। সেই সময়ে খাজা বাবা এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া গিয়াছেন - নাও বাবা! আমরা এখান থেকে উঠিয়া যাইতেছি। তোমাদের উট বসিয়া থাকিবে। এখান থেকে উঠিয়া মুরীদগনকে সঙ্গে নিয়া আনাসাগরের একটি পাহাড়ের উপরে অবস্থান করিয়াছেন। দ্বিতীয় দিন উট চালকেরা শত চেষ্টা করিয়াও উট দাঁড় করাইতে পারে নাই। তাহাদের এমন মনে হইতেছিল যে, যেন জমীন উটকে ধরিয়া নিয়াছে। বহু চেষ্টার পরে যখন বিফল হইয়াছে তখন বাধ্য হইয়া রাজ দরবারে হাজির হইয়া সমস্ত ঘটনা শুনাইয়া দিয়াছে। সব কিছু শ্রবন করিয়া রাজা নির্দেশ দিয়াছেন যে, যাও - তোমরা ফকীরের কাছে ক্ষমা চাহিয়া নাও। ইহা হইল তাহার অসন্তুষ্টির ফল। উট চালকেরা হজরত খাজার দরবারে হাজির হইয়া খুব বিনয় করতঃ ক্ষমা চাহিয়াছে। হজরত অত্যন্ত দয়ালু হইয়া ক্ষমা করতঃ বলিয়াছেন - যাও, আল্লাহর দয়ায় তোমাদের উট উঠিয়া যাইবে। তাঁহার পবিত্র দরবার থেকে ফিরিয়া আসিয়া দেখিয়াছে যে, সমস্ত উট দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

খাজা গরীব নাওয়াজ আজমীর শরীফে স্থায়ী হইয়া গিয়াছেন। দ্বীনের কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই সময়ে দিল্লী থেকে খাজা কুতবুদ্দীন বখতীয়ার কাকী তাঁহার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করতঃ আজমীর আসিতে চাহিয়াছেন। ইহার জবাবে হজরত খাজা লিখিয়াছেন - আমি স্বয়ং দিল্লী আসিতেছি। তিনি দিল্লী পৌছিয়া পরম শিষ্য হজরত বখতীয়ার কাকীর খানকায় অবস্থান করিয়াছেন। দিল্লীর সমস্ত

৬৩৩
৫৩৬
৯৭

আলেম উলামা, শায়েখ মাশায়েখ, আমীর উমারা, সাধারণ অসাধারণ সবাই বাবার দরবারে হাজির হইয়া ফায়েজ ও বর্কাত হাসেল করিয়াছেন। এই সময়ে বাবা ফরীদ উদ্দীন গঞ্জ শকর চিল্লায় বসিয়াছিলেন। হজরত খাজা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শুভাগমন করিয়াছেন। হজরত খাজা বাবা ফরীদের জন্য দুয়া করিয়াছেন। ইয়া আল্লাহ! আমার ফরীদকে কবুল করিয়া নাও। আমার ফরীদকে উচ্চ পর্যায়ের দরবেশ করিয়া দাও। গায়েব থেকে আওয়াজ আসিয়াছে - আমি ফরীদকে কবুল করিয়া নিয়াছি। সে হইবে অহীদে আসর - যুগের অন্যতম।

৬১১ হিজরীতে হজরত উসমান হারুণী দিল্লীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। বহুদিন পরে এখানে পীর ও মুরীদের মুলাকাত হইয়া যায়। হজরত খাজা মুর্শিদের দরবারে হাজির হইয়া আবার তালকীন গ্রহন করিয়া থাকেন। মুর্শিদের নির্দেশ মুতাবিক হজরত খাজা সুলতান শামসুদ্দীনের ইস্তিকামাত ও তারবীয়াতের জন্য একখানা কিতাব লিখিয়াছেন - গান্জ আসরার। এই সময়ে হজরত শায়েখ সাদীও দিল্লীতে শুভাগমন করিয়াছিলেন। দুই বুজর্গের সহিত তাঁহার সাক্ষাতও হইয়া যায়। দিল্লীতে আরো কিছু দিন থাকিবার পর হজরত খাজা আজমীর ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং হজরত উসমান হারুণী দিল্লী থেকে চলিয়া গিয়াছেন। ৬৩১ হিজরীতে হজরত খাজা এক বিশেষ প্রয়োজনে দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। তারপর তিনি আজমীর শরীফে ফিরিয়া গিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সেখানে হিদায়েতের কাজ করিয়াছেন।

৬৩৩ হিজরীতে খাজা সাহেব জানিতে পারিয়াছিলেন যে, এই সাল হইল তাঁহার জীবনের শেষ সাল। মুরীদগনকে জরুরী উপদেশ দিয়াছেন। যাহাদের মধ্যে যোগ্যতা ছিল তাহাদের খিলাফাত দান করিয়াছেন। খাজা কুতবুদ্দীন কাকীকে দিল্লী থেকে আজমীর ডাকিয়া নিয়াছেন। খাজা সাহেব মসজিদে উপস্থিত ছিলেন। নিকটস্থগন সবাই উপস্থিত ছিলেন। তিনি মৃত্যু ও মালাকুল মওত সম্পর্কে বক্তৃতা করিতেছিলেন। হঠাৎ হজরত আলী সাঞ্জাবীর দিকে লক্ষ করিয়াছেন এবং কুতবুদ্দীন কাকীর জন্য খিলাফাতনামা লিখাইয়াছেন। কুতব সাহেব খিদমাতে উপস্থিত ছিলেন। হুজুর গরীব নাওয়াজ নিজের টুপিখানা কুতব সাহেবের মাথায় পরাইয়া দিয়াছেন। নিজের হাত দিয়া পাগড়ী বাঁধিয়া দিয়াছেন। খিরকা পরাইয়া দিয়াছেন। লাঠি মুবারক হাতে দিয়াছেন। মুসাল্লা, কালাম পাক ও জুতা মুবারক দান করতঃ বলিয়াছেন - এই নিয়ামতগুলি আমার বুজর্গদের থেকে ধারাবাহিক আমার পর্যন্ত পৌছিয়াছে। এখন আমার শেষ সময় আসিয়া গিয়াছে। এই আমানতগুলি তোমার কাছে সমর্পন করিলাম। যথাসাধ্য এইগুলির হক্ক আদায় করিয়া চলিবে। খবরদার! কিয়ামতের দিন যেন আমার বুজর্গদিগের নিকটে আমার লজ্জিত হইতে না হইয়া থাকে। অতঃপর আরো বহু কিছু উপদেশ দিয়া বিদায় নিয়াছেন।

৬৩৩ হিজরী ৫/৬ রজব মধ্য রাত্রী। অভ্যাস মত ঈশার নামাজের পরে আপন হুজরায় প্রবেশ করিয়াছেন। ভিতর থেকে দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সারা রাত্রী জিকির আজকারের আওয়াজ আসিয়াছে। সকাল হইবার পূর্বে আওয়াজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দরওয়াজা খোলেন নাই। বাহির থেকে খাদেমরা আওয়াজ দিয়াছেন। জবাব আসে নাই। সবাই পেরিশান হইয়াছে। সূর্য উদয়ের পরে দরওয়াজা ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছে - মাওলার সহিত মিলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নূরানী পেশানীতে সবুজ রঙে উজ্জ্বল অক্ষরে লেখা হইয়া গিয়াছে - হাজা হাবীবুল্লাহ মাতাফী হুব্বিল্লাহ অর্থাৎ ইনি হইলেন আল্লাহর হাবীব - আল্লাহর মুহাব্বাতে মৃত্যু বরণ করিয়াছেন। ইন্তেকালের সংবাদ বিদ্যুতের ন্যায় শহরের সর্বত্রে পৌছিয়া গিয়াছে। হাজার হাজার মানুষ জানাজার জন্য জমা হইয়া গিয়াছেন। বড় সাহেবজাদা খাজা ফখরুদ্দীন জানাজার নামাজ পড়াইয়াছেন। যে হুজরাতে হজরত ইন্তেকাল করিয়াছেন সেই হুজরাতে তাঁহাকে দাফন করা হইয়াছে। আজ আজমীর হইল হিন্দুস্তানের রুহানী মারকায। প্রতি বৎসর রজব মাসের ৬ তারিখে তাঁহার উরূষ শরীফ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সারা দুনিয়া থেকে মানুষ তাঁহার রওজা পাক যিয়ারত করিবার জন্য আসিয়া থাকে।

এ পর্যন্ত সংক্ষিপ্তাকারে খাজা গরীব নাওয়াজের জীবনের উপরে যতটুকু আলোচনা করা হইয়াছে তাহা থেকে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিতে পারা গিয়াছে।

(ক) হজরত খাজা উসমান হারুণী হজরত খাজা গরীব নাওয়াজকে দুই আঙ্গুল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন - ইহার মাঝখানে কি দেখিতে পাইতেছো? গরীব নাওয়াজ

বলিয়াছিলেন - আঠার হাজার মা!খলূক। সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ! ইনি হইলেন হজরত খাজা উসমান হারুণী, যাহার দুই আঙ্গুলের মাঝে আঠার হাজার মাখলূক। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অবস্থা কেমন! লাখোঁ উসমান হারুণী যাহার কদমে কোরবান, সেই রসূলের ইল্ম ও জ্ঞান সম্পর্কে যাহারা বিতর্ক করিয়া থাকে তাহারা কেমন ধরণের মুসলমান!

(খ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দরবারে খাজা গরীব নাওয়াজ সালাম প্রদান করিলে রওজা পাক থেকে প্রিয় পয়গম্বর জবাব দিয়াছিলেন - অ আলাইকুমুস সালাম ইয়া কুতবাল মাশায়েখ। ইহা থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবর শরীফে স্বশরীরে জীবিত রহিয়াছেন। এই হায়াতুন নবীকে যাহারা বলিয়া থাকে নিষ্প্রান, তাহারা কেমন ধরনের মুসলমান!

(গ) খাজা গরীব নাওয়াজ জমীনকে এমন নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, রাজার উটগুলিকে এমনই ধরিয়া নিয়াছিল যে, খাজা গরীব নাওজের পুনরায় নির্দেশ না হওয়া পর্যন্ত উটগুলি জমীন থেকে উঠিতে পারে নাই। যদি জমীনের উপরে গরীব নাওয়াজের পাওয়ার থাকে তাহা হইলে জগতের উপরে পয়গম্বরের পাওয়ার কেমন! যাহারা অমান্য করিয়া থাকে রসূলের পাওয়ার ও মহাশান, তাহারা কোন ধরনের মুসলমান!

(ঘ) খাজা গরীব নাওয়াজ হইলেন হিন্দুস্তানের রুহানী প্রাইমিনিষ্টার। তাঁহার এই পদ কিয়ামত্ পর্যন্ত কায়েম থাকিবে। পরিবর্তন হইবে না তাঁহার প্রাই মিনিষ্টারী। কারণ, স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহাকে হিন্দুস্তানের বিলায়েত প্রদান করিয়াছেন। ইলেক্শানের মাধ্যমে যাহারা আসিয়া থাকে তাহারা পরিবর্তন হইয়া থাকে। ভারত স্বাধীন হইবার পর থেকে ১ ডজনের বেশি প্রধান মন্ত্রী হইয়াছে। প্রত্যেক প্রধানমন্ত্রী সুলতানুল হিন্দের দরবারে হাজিরী দিয়াছেন। ইহা হইল সবার উপরে তাঁহার রুহানী রাজ।

(ঙ) বর্তমানে অখণ্ড ভারতের কোটি কোটি মুসলমানের উপর রহিয়াছে খাজা গরীব নাওয়াজের অবদান। হিন্দুস্তানে খাজা গরীব নাওয়াজের কদম না পড়িলে আমরা মুসলমান হইতে পারিতাম না। তাঁহার এই অবদানকে যাহারা অস্বীকার করিয়া থাকে এবং তাঁহার রওজা পাককে, (যাহা হইল হিন্দুস্তানের রুহানী মারকায) ধ্বংস করিবার চক্রান্তে রহিয়াছে তাহারা মুসলমান নয়, বেঈমান।

সুলতানুল হিন্দ এ্যাওয়ার্ড

আল হামদু লিল্লাহ - সমস্ত প্রসংশা রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালার এবং খালেক ও মাখলূকের মাহবূব মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি অফুরন্ত রহমাত অবতীর্ণ হউক। এ বৎসর পূর্ণ হইল সুলতানুল হিন্দ গরীব নাওয়াজ খাজা মুঈনদ্দীন চিশতী আজমিরী রহমা তুল্লাহি আলাইহির আটশত বৎসর। এই কারণে সারা দুনিয়া ব্যাপী ধুমধামের সহিত পালিত হইয়াছে গরীব নাওয়াজের উরূস শরীফ। ৩১ শে মে ২০১২ বৃহস্পতিবার পুটখালী মাজার শরীফে কোলকাতা অল বেঙ্গল গরীব নাওয়াজ সোসাইটির পক্ষ থেকে বিরাট শান শওকাতের সহিত পালিত হইয়া থাকে উরূস পাক। আর সোসাইটির পক্ষ থেকে বিতরণ করা হইয়া থাকে চারজনকে সুলতানুল হিন্দ এ্যাওয়ার্ড। কাজীয়ে শহর মুফতী মোখতার আহমাদ কাদেরী সাহেব কিবলা, কোলকাতা ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটির চেয়ারম্যান মাওলানা শাহিদুল কাদেরী সাহেব কিবলা, মাওলানা শাহীদুল ইসলাম হাবীবী ইবনো মারহুম মাওলানা এজহারুল হক হাবিবী - মেদিনীপুর ও আপনাদের সম্পাদক গোলাম ছামদানী রেজবী।

আল্লাহ! তোমার দরবারে শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার মত ভাষা নাই যে, এই এ্যাওয়ার্ড পাইবার মত যোগ্যতা আমার মধ্যে ছিল না। এই এ্যাওয়ার্ড আমার হুজুর গরীব নাওয়াজের এক বিশেষ করুণা ছাড়া আর কি মনে করিতে পারি! আর আমার জন্য এই এ্যাওয়ার্ড হইয়া গিয়াছে এক অমূল্য সম্পদ। কারণ, একদিকে সুলতানুল হিন্দ গরীব নাওয়াজের নাম আবার অন্যদিকে এক আওলাদে রসূলের হাত। এই আওলাদে রসূল হইতেছেন বর্তমানে কোলকাতা অল বেঙ্গল গরীব নাওয়াজ সোসাইটির চেয়ারম্যান পীরে তরীকাত সাইয়েদ মাসউদুর রহমান কাদেরী সাহেব কিবলা। তিনি নিজ হাতে তুলিয়া এ্যাওয়ার্ডটি আমাকে প্রদান করিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহাকে দীর্ঘায়ু করতঃ দ্বীনের খিদমাত করিবার তাওফীক দিয়া থাকেন।

হাজীগন, হুঁশিয়ার!

বর্তমানে সৌদি আরবের ওহাবী সরকার বিশ্বের সমস্ত আহলে সুন্নাতকে গোমরাহ করিবার জন্য সমস্ত রকমের চক্রান্ত চালাইতেছে। তাহাদের লেখা বই পুস্তক বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করতঃ বিনা পয়সায় বিতরণ করিতেছে। এই বই পুস্তকে খবরদার হাত দিবেন না। বিশেষ করিয়া ইবনো বাযের বই নিবেন না। ইবনো বায সৌদীর বড় আলেম, বড় ওহাবী, বড় গোমরাহ ও গোমরাহকারী এবং ইহুদীদের পৃষ্ঠপোষক। আমাদের দেশের গোমরাহ আহলে হাদীসদের মুখে ইবনো বাযের প্রসংশা শুনিতে পাইবেন সৌদীর বই পুস্তকে হানাফী মাযহাবের খেলাফ কথা ব্যাপক ভাবে লেখা রহিয়াছে। এই বই পুস্তক হাতে নিলে আপনারা আপনাদের মাযহাবের উপরে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিবেন না। আল্লাহ পাক বুঝিবার ও বাঁচিবার তাওফীক দান করিয়া থাকেন।

সুন্নী মুসলমান সাবধান!

বর্তমানে সৌদী সরকার হইল ওহাবী বেঈমান। ইহারা মুসলমানদের সর্বনাশ করিতেছে। যেমন -

(ক) প্রায় কুড়ি বৎসর থেকে হজ সঠিক দিনে করাইতেছে না। ইহারা চাঁদ দেখিবার পরওয়া করিয়া থাকে না। নিজেদের তৈরি করা ক্যালেণ্ডার - 'উম্মুল কুরা' অনুযায়ী রোজা, ইফতার, ঈদ ও হজ করাইয়া থাকে।

(খ) লক্ষ লক্ষ মানুষের কুরবানী বর্বাদ করিতেছে। ইহাদের ব্যাঙ্কে যাহারা কুরবানী করিবার জন্য টাকা জমা দিয়া থাকে, তাহাদের জন্য আদৌ কুরবানী করিয়া থাকে না। সেই সমস্ত টাকা আজ ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামীদের হাত দিয়া আমাদের দেশে চলিয়া আসিতেছে। ফলে যেখানে সেখানে তৈরি হইয়া যাইতেছে তাবলিগী জামায়াতের বড় বড় মারকায। আর শহরে নগরে সর্বত্রে গড়িয়া উঠিতেছে বড় বড় মসজিদ ও মাদ্রাসা।

(গ) ইউরোপ মহাদেশ থেকে সাপ্লাই দেওয়া হইয়া থাকে সৌদি আরবের সমস্ত মাংস। খৃষ্টানদের কাছে জবাহ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই। ম্যাশিনে কাটা মাংস প্যাকিং হইয়া আসিতেছে সৌদীতে এবং আমাদের দেশের হাজীরা সেই হারাম মাংস খাইয়া চলিয়া আসিতেছে।

ওহাবীদের দ্বারায় এই ধরণের বহু অন্যায় কাজ হইতেছে। সুন্নী মুসলমান সাবধান হইয়া যান। তাবলিগী জামায়াতের হাত দিয়া মসজিদ মাদ্রাসার সাহায্য নিবেন না। হজ করিতে গিয়া তাহাদের মাংস ভক্ষন করিবেন না। নিজেরা কুরবানী করিবার অবশ্যই চেষ্টা করিবেন। তাহাদের পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন না। যাহারা তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া আসিয়াছেন সেই নামাজগুলি পুনরায় আদায় করিয়া দিবেন।

বজ্রপাতে হত তিন

মাত্র কয়েকদিন পূর্বে জনৈক ব্যক্তির মাধ্যমে একটি ছোট পুস্তক পাইয়াছি - বজ্রপাত। পুস্তকটির তত্বাবধানে ও নির্দেশনায় রহিয়াছেন - শামসুর রহমান সাহেব, ঘাসীপুর, মুর্শিদাবাদ ও হাফিজুল ইসলাম, মদনপুর, মুর্শিদাবাদ এবং সংকলনে বান্দা মোঃ মাফিজুল করিম - ইসলামপুর নসিয়তপাড়ার মসজিদের ইমাম।

পাঠক বৃন্দের অবগতির জন্য শামসুর রহমান সাহেবের সামান্য ইতিহাস শুনাইতেছি, তিনি ১৯৮৯ সালে আমার বিপক্ষে একখানা পুস্তিকা লিখিয়া ছিলেন - ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। এই পুস্তিকায় তিনি লিখিয়াছিলেন - "গোলাম ছামদানীকে বলছি যদি তুমি বাপের বেটা হও এবং মায়ের দুধ খেয়ে থাকো তাহলে যেগুলি তুমি লিখেছ সেগুলি প্রমান করার জন্য মেরুদণ্ড সোজা করে এগিয়ে এসো। দৌলতাবাদ, ছয়ঘরী কিংবা ইসলামপুরে যে কোন দিন তুমি আসতে পারো।" ইহার উত্তরে আমি ৩/৮/৯২ তারিখে আমার মাদ্রাসার আলিম দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মোহাম্মাদ আব্দুল হক মারফত শামসুর রহমান সাহেবকে নিম্নোরূপ ভাষায় পত্র প্রেরণ করিয়াছিলাম - "আমি অত্যন্ত উদারতা ও সৎসাহসিকতার সহিত আপনাকে জানাইতেছি। আপনি আগামী ৫/৮/৯২ বুধবার বেলা ১০ ঘটিকা হইতে ৩ ঘটিকা

পর্যন্ত যে কোন সময়ে ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসায় চলিয়া আসুন। ইনশা আল্লাহ্ আমি আমার বিজ্ঞাপনে যাহা কিছু লিখিয়াছি, তাহা প্রমাম করিয়া দিব। যদি আপনি আসিতে চান, তাহা হইলে পত্র বাহকের নিকট লিখিতভাবে জানাইয়া দিবেন। অন্যথায় আপনি আসিবেন না বলিয়া মনে করিব।''

ইহার উত্তরে শামসুর রহমান সাহেব আমাকে 'আপনি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং নিরাপত্তার অভাব দেখাইয়া আসিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

প্রিয়া পাঠক! ধৈর্য হারাইবেন না। আর একটু ইতিহাস বলিতেছি, ১১/৫/১৯৯২ সালে সোমবার কাসিমনগরের বাহাসে শামসুর রহমান সাহেব তাহার ১২ জন মৌলবীর নেতৃত্ব দিয়াছিলেন। এই বাহাসের আলোচ্য বিষয় ছিল - ''আল্লাহর নূরে নবী পয়দা এবং নবীর নূরে সারা জাহান পয়দা''।

এই বাহাসে সভাপতির নির্দেশানুযায়ী সর্ব প্রথম আমি মাইক ধরিয়া ছিলাম এবং কোরয়ান পাক থেকে একটি আয়াত পাক পাঠ করতঃ এবং পরাপর চার পাঁচখানা কিতাব খুলিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হওয়া সম্পর্কে হাদীসগুলি পড়িয়া শুনাইয়া ছিলাম। অতঃপর সভাপতির নির্দেশে শামসুর রহমান সাহেব মাইক ধরিয়া বলিয়াছেন - ''আল্লাহর নূরে নবী পয়দা এবং নবীর নূরে সমস্ত জাহান পয়দা'' যদি এই কথা হাদীস থেকে দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে আমরা মানিয়া নিব। এই বলিয়া যখন তিনি বসিয়া গিয়াছেন তখন সভাপতি সাহেব মাইক ধরিয়া বলিয়াছিলেন - গোলাম ছামদানী সাহেব তো নিজের তরফ থেকে কিছুই বলেন নাই। তিনি তো কেবল কোরয়ান ও কয়েকখানা কিতাব খুলিয়া হাদীসগুলি পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছেন। আপনি আবার এইরূপ কথা বলিতেছেন কেন? অতঃপর আমি আবার সভাপতির নিকট থেকে অনুমতি নিয়া মাইক ধরিয়া বলিয়া ছিলাম যে, আপনারা প্রত্যেকে দেখিয়াছেন যে, আমি হাদীস খুলিয়া পড়িয়া শুনাইয়া দিয়াছি কিন্তু শামসুর রহমান সাহেব আবার দেখিতে চাহিতেছেন! এখন আমি তাহার হাতে কিতাব প্রদান করিতেছি, তিনি আপনাদিগকে পড়িয়া শুনাইয়া দিবেন। এই বলিয়া আমি 'মাওয়াহিবুল্লাদুন্নীয়া' নামক কিতাব খানা খুলিয়া তাহার হাতে জোর করিয়া ধরাইয়া দিয়াছি। বেচারা নিরুপায় হইয়া কিতাবখানা হাতে নিয়া বাকী মৌলবীদের সঙ্গে গোল হইয়া বসিয়া দেখাদেখি করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। জনগনের চিৎকারের শেষ নাই। দেওবন্দীরা উঠিতেছে না কেন! এই সময়ে তাহাঁদের বিলম্ব দেখিয়া আমি সভাপতির অনুমতি নিয়া মাইকে মুখ দিয়া গর্জন করিয়া বলিয়াছিলাম - আমি চ্যালেঞ্জ করতঃ বলিতেছি, শামসুর রহমান হাদীসটির মানে করিয়া শুনাইতে পারিবেন না। ইহার পরেও যখন না দাঁড়াইতে পারিয়া ছিলেন তখন সভাপতির অনুমতি নিয়া আমার সঙ্গী আলেম মাইক ধরিয়া বলিয়াছিলেন - আমি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতেছি, শামসুর রহমান হাদীসটি পড়িয়া শুনাইতে পারিবেন না। ইহার পরেও তিনি দাঁড়াইতে পারেন নাই। তাহার পরিবর্তে মানিক নগরের মুশার্রফকে দিয়াছিলেন। তারপর যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে। এলাকার শত শত মানুষ আজো ইহার সাক্ষী হইয়া রহিয়াছেন। কিন্তু সভার সেই মেন মানুষটি যিনি বাহাসের রায় পাঠ করিয়া শুনাইয়া ছিলেন তিনি আর জগতে নাই। তিনি হইলেন ইসলামপুর নশীপুর নিবাসী মারহুম আশরাফ মিঞা সাহেব। আর যদি কেহ এই বাহাসের পূর্ণ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার লেখা - 'শয়তানের সেনাপতি' নামক পুস্তিকাটি পাঠ করিবেন। অবশ্য এই পুস্তিকাটি আমার লেখা - 'মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ আলাইহিস সালাম' এর সঙ্গে রহিয়াছে। বইখানা দুইবার মুদ্রন হইয়াছে।

আর হাফিজুল ইসলাম হইল ছয়ঘরী আলিয়া মাদ্রাসার এক কালের বহু দিনের ছাত্র। শয়তানের সেনাপতি শামসুর রহমান সাহেব এক যুগের বেশি হইয়া গিয়াছে আমার কলমের পাল্টা কোন জবাব দেন নাই। তাহার কথা আমি এক রকম ভুলিয়া গিয়ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখিতে পাইতেছি যে, তিনি নিজে কলম না ধরিয়া হাফিজুল ইসলামকে শিষ্য বানাইয়া উভয়েই মিলিয়া অবু জাহালের মত একজন বান্দা মাফিজুল করিমকে চাকর লাগাইয়াছেন। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

প্রবাদে বলা হইয়া থাকে, যাহার এক কান কাটা সে শহরের বাহির দিয়া চলিয়া থাকে। আর যাহার দুই কান কাটা সে শহরের ভিতর দিয়া চলিয়া থাকে। শামসুর রহমানের যদি লজ্জা শরম বলিয়া কিছু থাকিত, তাহা হইলে তিনি মাফিজুল করিমের মাথায় বসিয়া জনগনের সামনে মুখ দেখাইতেন না। আর হাফিজুল ইসলাম তো হইল ধূল কা

ফুল। এই ময়দানে সবেমাত্র তাহার হাতে খড়ি। সে আবার মাফিজুল করিমের ডাইরেক্টার হইয়াছে!

জনাব মাফিজুল করিম সাহেবকে আমার দুইটি চক্ষু দেখে নাই। তবে আমার থেকে মাত্র পাঁচ সাত মিনিটের দূরত্বে নসিয়তপাড়ার মসজিদে ইমামতী করিয়া থাকেন। আমি যত দূর অবগত হইয়াছি, তিনি ও তাহার মুক্তাদীগন তাকবীর শুরু হইবার সাথে সাথে দাঁড়াইয়া যান। কখন উঠিতে হইবে যাহার মধ্যে এতটুকু বোধ নাই! কিতাব থেকে এই মসলাটুকু ঠিক করিয়া নেওয়ার সামর্থ যাহার মধ্যে নাই, তিনি আবার ভুরি ভুরি কিতাবের হাওয়ালা দিয়া হুমকী দিতে চাহিয়াছেন! নিশ্চয় আপনি অবগত রহিয়াছেন যে, এই মসলাকে কেন্দ্র করিয়া আপনার মসজিদের কয়েকজন মুক্তাদী মসজিদ ছাড়িয়া রহিয়াছেন। আজ আল্লাহ তায়ালা আপনার রুজি রাখিয়াছেন বলিয়া আপনি নসীয়ত পাড়ার ইমাম। আল্লাহ পাক কাল আপনার রুজি না মাপিলে ইমামাতির জন্য অন্য পাড়া খুঁজিতে হইবে। তবে কেন শরীয়তের একটি হক মসলাকে গোপন রাখিয়া কয়েকজন স্থানীয় মুসাল্লীকে কষ্ট দিতে রহিয়াছেন? ইহা আপনার ঈমানদারের কাজ হইতেছে না। যদি আপনি প্রকৃত ঈমানদার হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এই মসলাটি ফায়সালা করিবার জন্য আগাইয়া আসুন! হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাজের নাজের, ইল্মে গায়েব ও নূর হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলি তো অত্যন্ত জটিল মসলা। এই সমস্ত বিষয়ের উপরে বসিতে চাহিয়া খুব আস্‌ফালন করিয়াছেন! আপনাদের কূঁয়াতে কতটি পানি রহিয়াছে তাহা জরিফ করিবার জন্য বলিতেছি, তাকবীরের সময় দাঁড়াইয়া থাকা মাকরূহ। বসিয়া তাকবীর শ্রবণ করা কমপক্ষে মুস্তাহাব। এই মসলায় আমি আপনাদের তিনজনকে চ্যালেঞ্জ করিলাম - শামসুর রহমান, হাফিজুল ইসলাম ও মাফিজুল করিম। তবে ভয়ের কোন কারণ নাই। আপনাদের মত নাবালেগ মৌলবীদের সম্মুখে আমার যাইবার আদৌ প্রয়োজন হইবে না। আপনাদের তিনজনের মুকাবিলায় আমার দুই পুত্রকে পাঠাইয়া দিব। আগে প্রস্তুত হইয়া যান, ইনশা আল্লাহ, দিনোক্ষণ অবশ্যই স্থির হইয়া যাইবে। আর নসীয়ত পাড়ার জামে মসজিদের সমস্ত মুসাল্লীদের কাছে আমার আবেদন যে, তাহারা যেন এই মসলাটি ফায়সালা করিয়া নিয়া থাকেন। আর সমস্ত পাঠককে বলিতেছি, এই মসলাটির ফয়সালার জন্য যদি তাহারা আগাইয়া আসিয়া না থাকেন, তাহা হইলে জানিবেন যে, বজ্রপাতে তিনজনই নিহত হইয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, সর্ব যুগের মুসলমানদের ইসলামী ধারণা যে, হজরত মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম নূর, বাশার ও ইনসান। বাশার ও ইনসান হওয়া তাঁহার নূর বিরোধী নয়। এ বিষয়ে কোরয়ান ও হাদীসের আলোকে লেখা রহিয়াছে আমার - 'মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম।' বিশ্ব মুসলিমদের এই অকাট্য ধারণার উপরে হঠাৎ বজ্রপাত! লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আরো প্রকাশ থাকে যে, একমাত্র ইবলীসই সেই প্রথম অভিশপ্ত যে, সে হজরত আদম আলাইহিস সালামের পেশানীতে নূরে মোহাম্মাদী (আলাইহিস সালাম) দেখিতে পাইয়া ছিল না। সে দেখিয়া ছিল - আদম হইল কেবল মাটির তৈরি ইনসান। ইবলীস হুজুর পাককে কেবল বাশার ও ইনসান মানিয়া থাকে কিন্তু নূর মানিয়া থাকে না। বর্তমানে যাহারা হুজুর পাককে নূর মানিতে অস্বীকার করিয়া থাকে তাহারা হইল শয়তানের প্রিয় শিষ্য। এই শিষ্যদের মধ্যে তিনজনকে দেখা যাইতেছে যাহারা বজ্রপাতে নিহত হইয়াছেন। আমার বইটি যাহাদের হাতে রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই উপলব্ধি করিতেছেন যে, শয়তানের শিষ্যদের 'বজ্রপাত' বইটি ড্রেনে ফেলিয়া দেওয়ার মত হইয়াছে।

অন্ধের লাঠি সব সময়ে শত্রুর মাথায় পড়িয়া থাকে না, বরং বেশির ভাগ বন্ধুর মাথায় পড়িয়া থাকে। বাস্তবে তাহাই হইয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ও বেরেলবীদিগের টার্গেট করিয়া শয়তানের তিন শিষ্য যে 'বজ্রপাত' করিয়াছেন তাহা অন্ধের লাঠির ন্যায় পড়িয়া গিয়াছে তাহাদের দুই দেওবন্দী দেবতা - গাঙ্গুহী ও থানুবীর মাথায়।

শয়তানের শিষ্যরা দাবী করিয়াছেন যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আল্লাহর নূর বলা হইল ইংরেজদের ও বাইবেলের পক্ষে দালালী। এইবার পাঠক ভাল করিয়া লক্ষ করুণ! বজ্রপাত কোথায় হইয়াছে। দেওবন্দীদের দেবতা রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব লিখিয়াছেন - আল্লাহ তায়ালা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নূর বলিয়াছেন এবং এই কথা ধারাবাহিকভাবে প্রমান হইয়াছে

যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া ছিল না এবং প্রকাশ থাকে যে, 'নূর' ছাড়া সমস্ত দেহের ছায়া হইয়া থাকে। (ইমদাদুস্ সলূক ৮৫/৮৬ পৃষ্ঠা)

দেওবন্দীদের আর এক দেবতা জনাব আশরাফ আলী থানুবী সাহেব লিখিয়াছেন - একথা মশহুর রহিয়াছে যে, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ছায়া ছিল না। কারণ, আমাদের হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম মস্তক হইতে পা মুবারক পর্যন্ত নূরই নূর ছিলেন। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মধ্যে অন্ধকার নামই ছিল না। (শুকরুন ন্যামত বে জিকরির রহমাত ৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় পাঠক! বান্দা মাফিজুল করিম সাহেবের নিথর দেহকে নাড়া দিয়া তাহার রূহকে জিজ্ঞাসা করুণ! বাইবেল ও খৃষ্টানদের দালাল কে? যুগের জগত বিখ্যাত আলেমে দ্বীন, শায়খুল ইসলাম অল মুসলিমীন, মুজাদ্দিদে মিল্লাত, আলা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী, না বৃটিশের বেতনখোর ও পৃষ্টপোষক থানুবী ও গাঙ্গুহী?

আল্লাহর জাতি নূর বলিলে যদি বাইবেলের দালালী করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আল্লামা জারকানী ও শায়েখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীকে বাইবেলের দালাল বলিলেন না কেন? ইহারাতো ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর বহু পূর্বে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আল্লাহর জাতি নূর বলিয়া গিয়াছেন। আল্লামা জারকানী মাওয়াহিবুল লাদুন্নিয়ার শারাহ প্রথম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠা এবং শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী মাদারেজুন নবুওয়াত দ্বিতীয় খণ্ড ৬০৯ পৃষ্ঠায় হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে আল্লাহর জাতি নূর বলিয়াছেন। (সংগৃহীত সিলাতুস্ সফা কি নূরিল মুস্তফা ১২ পৃষ্ঠা) শয়তানের শিষ্যদের নিকট থেকে মাফিজুল করিম বই লিখিবার নকরী নিয়াছেন কিন্তু হক্ক আদায় করিতে পারেন নাই। কারণ, ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীকে হত্যা করিবার জন্য শামসুর রহমান ও হাফিজুল ইসলাম, মাফিজুল করিমকে চাকর লাগাইয়া ছিলেন। কিন্তু মাফিজুল করিম হত্যা করিয়া ফেলিয়াছেন আল্লামা জারকানী ও শায়েখ আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলবী থেকে আরম্ভ করিয়া নিজেদের বাড়ির দুই দেও দেবতা - গাঙ্গুহী ও থানুবীকে। আমার পূর্ণ ধারণা যে, মাফিজুল করিমের টিমটি মদনপুরের পাজী হাজী রইসতুল্লা মণ্ডলের মাধ্যমে আমার লেখা বই - 'মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ' পাইয়াছেন। আমার বইটির মধ্যে যে সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে সেগুলির খণ্ডন করিবার দায়িত্ব তাহাদের ছিল কিন্তু বইটির জবাব দেওয়ার ধারে কাছে যান নাই। প্রকাশ থাকে যে, প্রায় দুই বৎসর পূর্বে রইসতুল্লা মণ্ডল আমার নিকট থেকে বইখানা নিয়া গিয়াছেন। শর্ত ছিল বই ফেরৎ দিতে হইবে। অন্যথায় মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে কিন্তু আজ পর্যন্ত তিনি বেপরওয়া হইয়া রহিয়াছেন।

'বজ্রপাত' এর ৩৪ পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে “রেজভীরা তো রাসূল মাটির তৈরি” কথাটা শুনলেই শিওরে ওঠে।”

আরে শয়তানের শিষ্যদের চাকর মাফিজুল করিম! আপনি এখন খোঁজ রাখেন নাই - আমি কে? তবে শুনিয়া রাখুন। যখন আপনার পা ভারতে পড়িয়া ছিলনা এবং শামসুর রহমান ও হাফিজুল ইসলাম যখন মৌলবী হইয়া ছিলেন না, তখন পশ্চিম বাংলায় দেওবন্দীদের পক্ষে প্রথম যিনি কলম ধরিয়া ছিলেন সেই লোকটি হইলেন আজীজুল হক কাসেমী - মেদিনীপুর। সম্ভবতঃ তিনি আজো বাঁচিয়া রহিয়াছেন। তিনি আমার বিপক্ষে অনেকগুলি বই পুস্তক লিখিয়াছেন। তাহার বই পুস্তক আপনাদের ভাণ্ডারে নাই এমন কথা নয়। তিনি সম্ভবতঃ 'রক্তে রাঙা কালাকোট' এর মধ্যে লিখিয়াছেন - “পশ্চিম বাংলায় বেরেলবী জামায়েতের দলনেতা গোলাম ছামদানী রেজভী।” এইবার টের পাইলেন তো গোলাম ছামদানী রেজবী কে! বান্দা মাফিজুল করিম! আমার লেখা - মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ' বইয়ের ১৭ পৃষ্ঠায় কি লিখিয়াছি তাহা যদি না দেখিয়া থাকেন, তাহা হইলে এখন একবার দেখিয়া নিন। - “হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বাহ্যিক আকৃতিতে অবশ্যই বাশার ছিলেন। বাশার হইলেই যে নূর হইতে পারিবেন না এবং ছায়া থাকিতেই হইবে এমন কথা নয়।”

আল হামদু লিল্লাহ! আমি যখন আপনাদের ভাষায় পশ্চিম বাংলায় বেরেলবী জামায়াতের দলনেতা এবং আমিই যখন বলিয়া দিয়াছি যে, আমার রসূল অবশ্যই বাশার ছিলেন, তখন কোন রেজবীরা রসূলের বাশার হইবার কথা শ্রবন করিলে শিওরে ওঠে?

মাফিজুল করিম! আমি তো আমার কথা শুনাইয়া দিলাম। এইবার সেই মহান মুজাদ্দিদ ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর কথা শুনাইতেছি যাহাকে আপনাদের মত বেঈমানেরা কুখ্যাত, ইংরেজদের দালাল ইত্যাদি বলিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন - ''যে ব্যক্তি হুজুর পাকের বাশারীয়াতকে মূলতঃ অস্বীকার করিয়া থাকে সে কাফের। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া ষষ্ঠ খণ্ড)

মাফিজুল করিম! ইমাম আহমাদ রেজা খানের ঈমানদারী দেখিলেন তো! এইবার বলুন! জগতের কোন্ রেজবীরা হুজুর পাকের বাশারীয়াতকে অস্বীকার করিয়া থাকে? নিশ্চয় ইমাম আহমাদ রেজা খানের এই উক্তি আপনাদের জানা ছিল না। অন্যথায় 'বজ্রপাত' এর মধ্যে ইহা উল্লেখ করিয়া খুব ঢোল বাজাইতেন।

আর আবু জাহালের ন্যায় বান্দা মাফিজুল করিম সাহেব! 'হুজুর পাকের পবিত্র দেহ মাটির তৈরী' এই কথা শ্রবন করিয়া আমরা শিওরে উঠি না, বরং আমরা আপনাদের মতো বেঈমানদের বলিবার ঢং দেখিয়া শিওরে উঠিয়া থাকি। ইবলীস তো হজরত আদম আলাইহিস সালামের মধ্যে নূরে মোহাম্মাদী দেখিতে পাইয়া ছিল না বরং সে কেবল দেখিয়া ছিল মাটির তৈরি আদম। এইজন্য তাহার মধ্যে অবজ্ঞা আসিয়া ছিল, যাহার কারণে সে কাফের হইয়াছে। আজ লক্ষ্য করিতেছি যে, আপনারাও শয়তানের অনুসরণে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে মাটি প্রমান করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। আপনারা খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন যে, হুজুর পাকের পবিত্র দেহে মাটির উপকরণ রহিয়াছে! লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

কাঁচের উপকরণে বালি রহিয়াছে ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দুনিয়ার কোন মানুষ কাঁচকে দেখিয়া বালির কথা মনে করিয়া থাকে না। কারণ, কাঁচের বৈশিষ্ট ও গুনাগুন মানুষকে বালির কথা ভুলাইয়া দিয়া থাকে। আবার কাঁচের কোয়ালিটিও এক প্রকার নয়। এই কাঁচ থেকে এক এক কোম্পানী এক এক ধরনের উন্নত মানের জিনিষ তৈরি করিতেছে। যেমন কারিগর তেমনই হইবে কাঁচের কাজ। কোন কোম্পানী কাঁচের গেলাস তৈরি করিতেছে, আবার কোন কোম্পানী এই কাঁচের উপর পাওয়ার দিয়া দূরবিক্ষণ যন্ত্র তৈরি করিতেছে। এই কাঁচের মাধ্যমে ছোটকে বড় দেখা যায়। কাঁচের মাধ্যমে দূরের জিনিষ কাছে দেখা যায়। এই প্রকারে মানুষ কাঁচকে দেখিয়া কখনো বালি বালি করিয়া চিৎকার করিয়া থাকে না। কিন্তু মাফিজুল করিম! আপনারা শয়তানের এমনই শিষ্য হইয়াছেন যে, রসূল পাকের নাম শুনিলেই আপনাদের মাটির কথা মনে পড়িয়া যায়। লা হউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। শয়তান আপনাদের খুব সাবাশ দিবে যে, আমি আর একা কাফের নাই। আমার দলে দেওবন্দীরা দলে দলে চলিয়া আসিতেছে।

রব্বুল আ'লামীল আল্লাহর থেকে বড় কারীগর আর কে রহিয়াছে? তিনি যখন নূরে মোহাম্মাদীকে রাখিবার জন্য তাঁহার দেহ মুবারক তৈরি করিবার ইচ্ছা করিয়া ছিলেন তখন তিনি হজরত জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে হুকুম দিয়াছিলেন - জমীন থেকে মাটি নিয়া এসো। তিনি জান্নাত ও রফিকে আ'লার ফিরিশতাগনকে সঙ্গে নিয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের কবর মুবারকের স্থান থেকে সাদা নূরানী মাটি নিয়া আসিয়া ছিলেন। অতঃপর তাহা জান্নাতের নদীসমূহের পানি দ্বারা খামীর করিয়াছেন। শেষ পর্যন্ত তাহা সাদা মক্তার ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। অতঃপর আল্লাহ তায়ালার কুদরতী হাত যখন সেই সাদা নূরানী মুক্তার মত মাটির উপরে পড়িয়াছে এবং সেই কুদরতী হাত দ্বারা মোহাম্মাদী দেহকে তৈরি করিয়াছেন - তখন সেই মাটি কি আর মাটি ছিল, না সব চাইতে উন্নত মানের নূর হইয়া গিয়াছিল তাহা একমাত্র ঈমানদারেরা ছাড়া কেহ উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

মাফিজুল করিম! আপনারা তো কেবল ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীকে খুন করিবার জন্য নকরী নিয়াছেন কিন্তু নবী পাক্‌কে বাশার ও ইনসান কোন্ সময়ে কোন্ স্থানে এই শব্দগুলি বলিতে হইবে তাহা আপনাদের জানা নাই, যাহার কারণে গোমরাহ হইয়াছেন। এখন জানিবার চেষ্টা করুণ যদি ঈমান আনিবার ইচ্ছা থাকে। যদি কেহ প্রশ্ন করিয়া থাকে যে, নবী পাক জিন ছিলেন, না ফিরিশতা? এই সময়ে এইস্থলে বলিতে হইবে - তিনি না জিন ছিলেন, না ফিরিশতা। বরং তিনি আফজালুল বাশার ও ইনসানে কামেল ছিলেন। ইহার পরে তিনি সব সময়ে নূর আর নূর।

যখন সবার সামনে কাঁচের বৈশিষ্টের বিকাশ ঘটিয়াছে তখন কাঁচকে বালি প্রমান করিতে যাওয়া বোকামী হইবে। অনুরূপ যখন আর্‌শ, কুরসী, লওহ, কলম তথা

সমস্ত সৃষ্টির কাছে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূরানীয়াতের বিকাশ ঘটিয়া গিয়াছে এবং শয়তান ছাড়া সবাই রসূলকে নূর বলিয়া মানিয়া নিয়াছেন তখন তাঁহাকে মাটি প্রমান করিতে যাওয়া শয়তানী ও বেঈমানী হইবে।

মাফিজুল করিম! বাহাস করিবার জন্য তো আপনাদের পেট কামড়ানী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। শেষে গিয়া - 'ছাড়িয়া দে মা, পালাইয়া বাঁচি' এই রকম হইবে না তো? আগে ঈমানদারের মত জবাব দিন -

(ক) ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি হুজুর পাকের বাশারীয়াতকে মূলতঃ অস্বীকার করিবে সে কাফের। আপনারা বলিয়া দিন - যে ব্যক্তি হুজুর পাকের নূর হাওয়াকে মূলতঃ অস্বীকার করিবে সে কাফের। তবেই তো দুনিয়া জানিতে পারিবে যে, আপনারা বিশ্ব মুসলিমদের সঙ্গে রহিয়াছেন, না অভিশপ্ত শয়তানের শিষ্য সাজিয়াছেন! আপনাদের পক্ষে ইহা কখনই সম্ভব নয়। কারণ, আপনাদের সেই সব সুখ্যাত থানুবী, গাঙ্গুহী ও নানুতুবী থেকে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত কেহ এই কথা লিখিয়া যান নাই। দ্বিতীয় কথা হইল যে, আপনারা নূরের হাদীসটি কিছু ওহাবী সালাফী আলেমদের কিতাবের সাহায্য নিয়া জাল বলিয়া প্রমান করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

(খ) আমরা দেখাইয়া দিব - আল্লাহ তায়ালা কোরয়ান পাকের একাধিক আয়াত পাকে নবীগনকে বাশার বলা কাফেরদের স্বভাব বলিয়াছেন। আপনারা কোরয়ান পাকের একটি আয়াত দেখাইতে পারিবেন, যাহাতে নবী পাককে নূর বলা কাফেরদের স্বভাব বলা হইয়াছে? কখনই না।

(গ) আমার কিতাবের মধ্যে যে সমস্ত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়াছি সেগুলির মধ্যে কোন একটি কিতাবের লেখককে গোমরাহ প্রমান করিতে পারিবেন যে, অমুক কিতাবের লেখককে উলামায় ইসলাম গোমরাহ বলিয়াছেন? আমি কিন্তু দেখাইয়া দিতে পারিব যে, আপনাদের কিতাবের মধ্যে যে সমস্ত কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়াছেন সেই কিতাবগুলির লেখকদের মধ্যে অনেকের প্রতি উলামায় ইসলাম গোমরাহীর ফতওয়া দিয়াছেন। যেমন তাফসীরে সাবী প্রথম খণ্ড ১০৭ পৃষ্ঠায় উলামায় ইসলাম 'ইবনো তাইমিয়া' কে গোমরাহ ও গোমরাহকারী বলিয়া ফতওয়া দিয়াছেন। গোমরাহ আলেমদের গোমরাহীর সাহায্য নিয়া সুন্নীদের দিকে যে সমস্ত ইট পাটকেল নিক্ষেপ করিয়াছেন সেগুলি সবই আপনাদের ঘরের চালের উপরে গিয়া পড়িয়াছে কিনা ভাল করিয়া দেখুন!

পাঠকবৃন্দের নিকট আমার অনুরোধ যে, আপনারা 'বজ্রপাত' এর গর্জনে বিভ্রান্ত হইবেন না। আমার লেখা - 'মোহাম্মাদ নূরুল্লাহ' পাঠ করিবেন, ইনশা আল্লাহ তায়ালা আপনাদের অস্বস্তি দূর হইয়া যাইবে। আমার কলম ধরিবার আদৌ ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমার বৈঠকের কিছু মানুষের চাপাচাপিতে খুব অনিচ্ছার ভিতরে তড়িঘড়ির মধ্যে এক কলম লিখিয়া দিয়াছি মাত্র। তবে একটি আফসোস যে, যাহাদের হাতে তাহাদের বইটি পড়িয়া যাইবে তাহাদের সবার হাতে না আমার বইটি যাইবে, না আমার এই কলমটি পৌঁছিবে। এমনকি বহু সুন্নী মানুষের হাতে তাহাদের বই পৌঁছিয়া যাইবে কিন্তু হয় তো আমার বইখানা হাতে পড়িবে না।

“মক্কা ও মদীনার মুসাফির”

আপনি হজে যাইবেন? যেহেতু আপনি আমার একজন সুন্নী ভাই। এই কারণে আমি আপনাকে পরামর্শ দিব যে, বর্তমানে সৌদী সরকার হইল বেদ্বীন ওহাবী। ইহারা সুন্নী মুসলমানদের মহাশত্রু। ইহারা বর্তমানে বহু অপকীর্তি করিতেছে কিন্তু কাহার কিছু করিবার নাই। কেবল নিজেদের ঈমান বাঁচাইয়া নিজেদের কাজ করিয়া চলিয়া আসিতে হইবে। হাজার হাজার মানুষ নিরুপায় হইয়া অনেক অবৈধ কাজ করিয়া চলিয়া আসিতেছে। বিশেষ করিয়া বহু সাধারণ মানুষ যাহারা শারা শরীয়ত সম্পর্কে কিছুই বুঝিয়া থাকে না। কেবল জীবনে একবার হজ্ না হজ করিবার জন্য যাইয়া থাকে। এই সমস্ত মানুষ আর সেখানে কি সাবধান হইতে পারে! আবার হজে যাইবার পূর্বে অধিকাংশ মানুষ নিজের দেশেতে হজের ব্যাপারে যে ট্রেনিং নিয়া থাকে, তাহা অধিকাংশই ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগীদের নিকট থেকে কিংবা ওহাবী দেওবন্দী ঘেঁষা কোন ডাক্তার ও মাষ্টারদের নিকট থেকে। এই সমস্ত মাষ্টার ও ডাক্তারদের দল হয়তো জীবনে একবার হজ করিয়াছেন মাত্র কিন্তু ট্রেনিং মাষ্টার সাজিবার খুবই শখ। ইহারা না সুন্নীয়াত সম্পর্কে সম অবগত, না ইহারা হজের

মসলা মাসায়েল সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এই কারণে আমি আপনাকে আমার সুন্নী ভাই হিসাবে জোর করিয়া বলিতেছি, আপনি খবরদার! খবরদার! হজের ব্যাপারে কোন বাতিল ফিরকার বই পুস্তক হাতে নিবেন না। একমাত্র আমার লেখা বইটি হাতে রাখিবার চেষ্টা করিবেন। এই বইখানা আপনার পরম উপদেষ্টা বলিয়া মনে করিবেন। ইতিপূর্বে পশ্চিম বাংলায় নিছক সুন্নী কলমে এই ধরণের বই বাহির হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আপনি নিজে সংগ্রহ করিবেন। আপনার আত্মীয় স্বজনদের সংগ্রহ করিতে বলিবেন। কারণ, বইখানা একমাত্র সুন্নী হানাফীদের জন্য লেখা হইয়াছে। আমার সুন্নী আলেমদের নিকটে আমার অনুরোধ যে, যদি বইটির মধ্যে কোন মসলা মাসায়েলে ভুল ভ্রান্তি নজরে আসিয়া থাকে, তাহা হইলে অবশ্যই অবগত করিয়া দিবেন - 'মক্কা ও মদীনার মুসাফির'।

জাকির নায়েক সম্পর্কে প্রশ্ন

আমরা বীরভূম মুরারই এলাকা থেকে বলিতেছি। আপনার 'সুন্নী জাগরণ' পঞ্চম সংখ্যা পাঠ করিয়াছি। জাকির নায়েক সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পাল্টে গিয়াছে। আপনি সঠিক তথ্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন যে, লোকটি আসলে শরীয়তের কোন আলেম নয়। সৌদীর রিয়াল খোর ওহাবী। সুন্নী মুসলমানদের আকীদাহকে নষ্ট করাই তাহার কাজ। যাইহোক, জাকির নায়েক যে, একজন গোমরাহ পথভ্রষ্ট মানুষ তাহা আমাদের বুঝিতে আর বাকী নাই। এখন প্রশ্ন হইল যে, তাহাকে যদি কেহ কাফের বলিয়া থাকে, তাহা হইলে কি ভুল হইবে? এ বিষয়ে জানিবার জন্য আমরা আপনার আগামী সংখ্যার অপেক্ষায় থাকিলাম। আমরা আপনার কলমকে বেশি গুরুত্ব দিয়া থাকি। আল্লাহ আপনাকে দার্ঘায়ু করিয়া থাকেন।

উত্তর ঃ- হ্যাঁ, আপনাদের সিদ্ধান্ত সঠিক যে, জাকির নায়েক একজন গোমরাহ পথভ্রষ্ট মানুষ। এইবার আপনাদের প্রশ্ন যে, তাহাকে কাফের বলা যাইবে কিনা? হ্যাঁ, জাকির নায়েকের অনেক উক্তি থেকে কুফরী প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। যেমন বিশ্ব মুসলিম জ্ঞাত রহিয়াছেন যে, ইসলামের মধ্যে কোন নারী নবী হয় নাই। দুই একজন নারী নবী হইবার দাবী করিয়াছিল। তাহারা ইসলামের নজরে কাফেরাহ বলিয়া গন্য হইয়াছে। মোট কথা, এক লক্ষ অথবা দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রত্যেকেই পুরুষ ছিলেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পূর্বে না কোন নারী নবী হইয়াছেন, না তাঁহার পরে কোন নারী নবী হইয়াছেন। বরং হুজুর পাক হইলেন শেষ নবী। কেহ যদি তাহার পরে কোন নবী হইবার দাবী করিয়া থাকে তাহা হইলে সে নিশ্চয় কাফের হইবে। আবার যদি কেহ কোন নারীকে নবী বলিয়া থাকে, তাহা হইলে সেও কাফের হইবে। কিন্তু জাকির নায়েক জনৈকা মহিলার এক প্রশ্নের উত্তরে কয়েকজন নারীকে নবী বলিয়া দিয়াছেন।

প্রশ্ন নং - ১ আস্সালামু আলাইকুম, আমি সায়মা কাদরী এবং আমার প্রশ্ন ইসলাম ধর্মে নারী নবী আসেননী কেন?
উত্তর ঃ- আমার বোন প্রশ্ন করেছেন, কেন ইসলামে নারী নবী আসেনি? .... উপরে উল্লেখিত দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামে চারজন মহিলা নবী এসেছেন। তাঁরা হলেন - বিবি মারইয়াম (আঃ), বিবি আসিয়া (আঃ), বিবি ফাতিমা (রাঃ) ও বিবি খাদিজা (রাঃ)। (ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র - বাংলাদেশ থেকে ছাপা ৫৬৮ পৃষ্ঠা)

জাকির নায়েক তাহার উত্তরে কয়েকটি কুফরী করিয়া ফেলিয়াছে। যথা - (ক) নারীকে নবী বলা (খ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে একজন নারীকে নবী বলা (গ) হুজুর পাকের পরে একজন নারীকে নবী বলা। প্রকাশ থাকে যে, কোন দৃষ্টিকোণ থেকে কখনো কোন নারীকে নবী বলা যাইবে না। সুতরাং জাকির নায়েক যে একজন কাফের তাহাতে সন্দেহ নাই। জাকির নায়েকের আরো কিছু কুফরী কথা আমাদের দৃষ্টি গোচরে রহিয়াছে যেগুলি এই মুহূর্তে আলোচনায় আনিলাম না। প্রয়োজন বোধে আগামী সংখ্যায় বিস্তারিত আলোচনা করিয়া দিব ইনশা আল্লাহ।

মসজিদকে হিফাজত করুন

আমার সুন্নী ভাইদের নিকটে একটি আবেদন যে, বর্তমানে বেশির ভাগ মসজিদ ওহাবী - দেওবন্দীদের দখলে চলিয়া যাইতেছে। ইহার পিছনে তাবলিগী জামায়াতের বড় হাত কাজ করিতেছে। আপনারা আপনাদের মসজিদগুলিকে

শরীয়তের আলোকে চিহ্নিত করিয়া দিন। অন্যথায় আপনাদের মসজিদগুলি তাবলিগী জামায়াতের থাবা থেকে বাঁচাইতে পারিবেন না। বাতিলের হাত থেকে মসজিদকে বাঁচাইবার জন্য প্রথম কাজ হইবে - প্রতিদিন ফজরের নামাজের পরে মাইক থাকিলে মাইকে, আর মাইক না থাকিলে মুখে কিয়াম করিয়া দিবেন। যদি কোন প্রকার অসুবিধার কারণে ফজরে সম্ভব না হইলে ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে একবার অবশ্যই কিয়াম করিবেন। দ্বিতীয় কাজ হইল আজানের পরে ও জায়াতের পূর্বে মাইক খুলিয়া দিয়া সলাত পাঠ করিয়া দিবেন। তৃতীয় কাজ হইল তাকবীরের সময়ে সবাই বসিয়া তাকবীর শ্রবন করিবেন। যখন মুকাব্বির হাইয়ালাস সলাহ অথবা হাইয়ালাল ফালাহ বলিবে তখন সবাই উঠিয়া দাড়াইবেন। এই তিনটি কাজ যে মসজিদে চালু হইয়া গিয়াছে সে মসজিদ সুন্নীদের বলিয়া চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। যে কোন মুসাল্লী নিম্নের বাক্যগুলি মুখস্ত করিয়া নিয়া সলাত পাঠ করিয়া দিতে পারিবেন।

অস্‌সলাতু অস্‌সালু আইকা ইয়া রসূলাল্লাহ!
অস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ!
অস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া খয়রা খল কিল্লাহ।
আস্‌সলাত অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া নুরাম মিন নুরিল্লাহ!
বালাগল উলাবি কামালিহী কাশাফাদ্‌ দুজাবি জামালিহী
হাসুনাতু জামীউ খিসালিহী সাল্লুআলাইহি অ আলিহী।

আলেমদের নিকটে অনুরোধ

বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় হানাফীদের বিভ্রান্ত করিয়া ফেলিতেছে যে, হানাফীরা হাদীস মানিয়া থাকে না। তাহারা কেবল ইমাম আবু হানীফার মুখের কথা মানিয়া থাকে। ইমাম আবু হানীফা হাদীস জানিতেন না। তিনি কেবল সতেরটি হাদীস জানিতেন - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

ইমাম আবু হানীফা রহমাতুল্লাহি আলাইহি হইলেন দুনিয়ার সবচাইতে বড় ফকীহ। আর যিনি হইবেন বড় ফকীহ, তিনি হইবেন বড় মুহাদ্দিস। ইহা হইল একটি সাধারণ কথা। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা মাত্র সতেরটি হাদীস জানিতেন বলা হইল একটি বেদ্বীনী কথা। যাইহোক, কথা না বাড়াইয়া বলিতেছি, আমি ইমাম আবু হানীফার একটি ছোট মোসনাদ অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। যে মোসনাদটির মধ্যে রহিয়াছে পাঁচশ তেইশটি হাদীস। এই কিতাবটি ঘরে ঘরে রাখিবার প্রয়োজন এবং আলেমদের নিকট আমার অনুরোধ যে, এই মোসনাদটি প্রতিটি মাদ্রাসার নিসাব বা সিলেবাসভুক্ত করিয়া দেওয়া হইলে খুবই ভাল হইয়া থাকে। যে মাদ্রাসায় কমপক্ষে 'কাফিয়া' পর্যন্ত পড়ানো হইয়া থাকে সেই মাদ্রাসাগুলিতে যদি এই ছোট মোসনাদটি পড়াইয়া দেওয়া হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতিটি ছেলে ইমাম আবু হানীফার থেকে বর্ণিত পাঁচশত তেইশটি হাদীসের সহিত পরিচিত হইয়া যাইবে। ইহা একটি কম কথা নয়। আর ইনশা আল্লাহ তিন মাসের মধ্যে প্রকাশ হইতে চলিয়াছে ইমাম আবু হানীফার বড় মোসনাদ, যাহার মধ্যে থাকিবে তিন হাজার হাদীস। সর্ব প্রথম প্রকাশ হইবে বেরেলী শরীফে ইমাম আহমাদ রেজা এ্যাকিডেমির মাধ্যমে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর উরূস শরীফে। এই উরূস প্রতি বৎসর বেরেলী শরীফে ২৪/২৫ শে সফর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। সুন্নীগন! আপনারা প্রত্যেকেই এই কিতাবখানা সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন।

কিছু জরুরী কথা

(১) নকল 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' থেকে সাবধান! কিছু বই ব্যবসিক বেঈমান। ইহারা ওহাবী দেওবন্দী ফারাজীদের পৃষ্টপোষক হইয়াছে। তাজকিরাতুল আউলিয়ার মধ্যে হাজী শরীয়তুল্লাহ ও আরো কয়েকজন ইবলীসের নাম ঢুকাইয়া দিয়াছে। অথচ সারা দুনিয়া জানে যে, ফারাজীরা পীর ওলীদের শত্রু। অনুরূপ আশরাফ আলী থানুবী ও তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা ইলিয়াস সাহেবকে ঢুকাইয়া দিয়াছে। অথচ সারা দুনিয়া জানে যে, ইহারা সুন্নীদের মহাশত্রু।

(২) খবরদার! পপুলার ফ্রন্টে যোগ দিবেন না। ইহারা হইল ওহাবীদের একটি শাখা। বর্তমানে জামায়াতে ইসলাম ভাঙিয়া এই পপুলার ফ্রন্টে যোগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাদের দ্বারা দ্বীনের কিছু কাজ হইবে না, কেবল সামাজিক অশান্তি বাড়িবে মাত্র।

(৩) মীলাদ কিয়াম বিরোধী মৌলবীর পিছনে নামাজ পড়িবেন না। অনুরূপ যে সমস্ত মৌলবী মুনাজাতের শেষে পূর্ণ কালেমা পাঠ করিবার বিরোধী তাহাদেরও পশ্চাতে নামাজ পড়িবেন না।

(৪) নেট বা জাল টুপী, যাহা বর্তমানে দেওবন্দী আলেম ও তালিবুল ইল্মরা ব্যাপক ভাবে মাথায় পরিতেছে, তাহা খবরদার মাথায় দিবেন না। আপনার মত একজন সুন্নী মানুষের মাথায় এই টুপী থাকিবে কেন! ইহাতো এখন ওহাবীদের আলামত হইয়া গিয়াছে।

(৫) প্রতি বৎসর কোরবানীর সময়ে ওহাবীরা কোরবানী করিবার জন্য গরু বিতরণ করিয়া থাকে। এই গরুগুলি দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে বিতরণ হইয়া থাকে। সুন্নীদের এই গরু নেওয়া কিংবা মাংস খাওয়া আদৌ উচিত হইবে না।

হুজুর! আমার একটি প্রশ্ন

আমি মিযানুর রহমান, জলঙ্গী - মুর্শিদাবাদ থেকে বলিতেছি। আমি কয়েকটি অভিধান দেখিলাম, যেগুলি বাংলাদেশ থেকে প্রকাশ হইয়াছে। যেমন ফরহাঙ্গা-ই-রব্বানী- সিরাজ রব্বানী কর্তৃক সংকলিত। ৪৪৩ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - রেজভী ভারতের বেরেলীর ইংরেজ পদলেহন কারী। আহমাদ রেজা খানের ধ্বজাধারী।

ফরহাঙ্গে কাসেমী, সংকলক মাওঃ আহমাদ করিম সিদ্দিক, ৫৯২ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - রিজভী ভারতের জনৈক বিদয়াতী আহমাদ রেজার অনুসারী।

ফরহাঙ্গে জাদীদ, সংকলক মাওঃ আবু সুফিয়ান (যাকী) ও মাও ঃ ফজলুদ্দীন শিবলী, সম্পাদনায় - মাওঃ মাহফুজুল হক ও মাওঃ মিজানুর রহমান ৪৫৩ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - রেজভী ভারতের উল্টা বাঁশ বেরেলীর ইংরেজ পদ লেহনকারী। আহমাদ রেজা খানের ধ্বজাধারী।

এখন আমার জানিবার ইচ্ছা হইতেছে, এই লোকগুলি কাহারা? রেজভী শব্দের অর্থ ইহারা কোথায় থেকে সংকলন করিয়াছেন?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা তোমাকে দীর্ঘায়ু করতঃ সুন্নীয়াতের উপরে কায়েম রাখিয়া থাকেন। তুমি এ ব্যাপারে আমাকে জ্ঞাত করিয়াছো, তাই তোমার জন্য আমার এই খাস দুয়া।

এইবার খুব মনোযোগ দিয়া শুনিয়া নাও। এই অভিধানগুলি প্রকাশ করিবার পিছনে যে সমস্ত লোকের মেহনত রহিয়াছে তাহারা প্রত্যেকেই বংশের দিক দিয়া ইহুদী, জন্মের দিক দিয়া ওহাবী, বর্তমানে সৌদির রিয়ালখোর বাংলাদেশের বেঈমান। ইহারা একটি ঘৃন্য প্ল্যান মাফিক একজন দ্বীনের সাচ্চা খাদেমকে কলংক করিয়া জাহান্নামে যাইবার পথ বাছিয়া নিয়াছেন। ইহাদের কলম দ্বীনের জন্য কাজ করে নাই, বরং দুনিয়া হাসেল করিবার জন্য। এই কুকুরগুলি হইতেছে ওহাবী সৌদি সরকারের ট্রেনিং প্রাপ্ত। ইহাদের কাজ হইল সুন্নী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করা।

সিরাজ রব্বানী, আহমাদ করিম সিদ্দিক, আবু সুফীয়ান, ফজলুদ্দীন, মাহফুজুল হক ও মিযানুর রহমান; জানিনা ইহারা এখন দুনিয়ার কুকুর হইয়া সৌদির ওহাবী সরকারের পায়খানা খাইতেছেন, না জাহান্নামে পৌঁছিয়া গিয়াছেন। যদি বাঁচিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোন্ অভিধানের কিতাব থেকে রেজভী শব্দের অর্থ সংকলন করিয়াছেন তাহা দেখাইয়া দিতে হইবে। অন্যথায় প্রমান হইবে যে, আমি তাহাদের সম্পর্কে যে পরিচয় প্রদান করিয়াছি তাহা তাহারা অক্ষরে অক্ষরে মানিয়া নিয়াছেন। আরে বেঈমানের দল! আপনাদের জন্মের বহু পূর্বের উরদু অভিধান - ফিরোজুল লোগাত ৫৪৯ পৃষ্ঠায় 'রেজভী' শব্দের অর্থে বলা হইয়াছে - ইমাম আলী রেজার সহিত যাহার সম্পর্ক এবং তাহার আওলাদগনকে রেজভী বলা হইয়া থাকে। অনুরূপ ফারহাঙ্গে আসফিয়া দ্বিতীয় খণ্ড ১০২৮ পৃষ্ঠায় 'রেজভী' শব্দের অর্থে বলা হইয়াছে - ইমাম মূসাআলী রেজা রাদী আল্লাহু আনহুর সহিত যাহার সম্পর্ক। আপনারা আবার 'রেজভী' শব্দের অর্থ তৈরি করিলেন? সারা সুন্নী জগত জ্ঞাত রহিয়াছে যে, মুজাদ্দিদে ইসলাম, নায়েবে গওসে আ'যম ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর্‌রিদ ওয়ানকে যাহারা বদনাম করিয়া থাকে তাহারা ইহুদী অথবা ওহাবী। আমরা লক্ষ্য করিতেছি, আপনারা ইহুদী ও ওহাবী দুইই রহিয়াছেন। আপনাদের বলিতেছি এবং আপনাদের এই কথায় যাহারা খুশি হইতেছেন তাহাদেরও বলিতেছি - প্রমান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান! আমাদের দাবী - ইমাম আহমাদ

রেজা খান বেরেলবী জীবনে কোন দিন কোন ইংরেজের সহিত সাক্ষাত করেন নাই, না তিনি কোন ইংরেজের বাড়িতে গিয়াছেন, না তাঁহার বাড়িতে কোন ইংরেজ আসিয়াছে। তিনি জীবনে কোন দিন না ইংরেজ সরকারকে প্রসংশা করিয়াছেন - না পদ্যের মাধ্যমে, না গদ্যের মাধ্যমে। তিনি তাহাদের রাজা ও প্রজা নির্বিশেষে সবাইকে ঘৃণা করিতেন। এমন কি পোষ্ট কার্ডের উপরে ডাকটিকিট উল্টো ভাবে লাগাইয়া বলিতেন রাজা পঞ্চম জর্জের মাথাকে নীচু করিয়া দিলাম। তিনি বৃটিশ সরকারের কোর্ট কাছারিতে না যাইবার জন্য কিতাব লিখিয়া প্রেরনা দিয়াছেন। এই প্রকারে তাহার জীবনের উপরে ইতিহাসের আলোকে আলোচনা করিলে পরিস্কার প্রমাণ হইবে যে, তিনি ছিলেন একজন কট্টর বৃটিশ বিরোধী মানুষ। পেশাব পায়খানা খোরের দল! পদলেহনকারী কাহাকে বলা হইয়া থাকে প্রমান করিবেন তো।

ইহাতো একটি মহা ব্যাধি!

বর্তমানে মাষ্টার ও ডাক্তার থেকে আরম্ভ করিয়া সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে একটি মহাব্যাধি। সেই মহাব্যাধি হইল কথায় কথায় বোখারী ও সিহা সিত্তা। কোন আলেম কোন মসলা বলিলে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে - ইহা কি বোখারীতে রহিয়াছে? ইহা কি সিহা সিত্তাতে রহিয়াছে? এমনকি নিজেরা আলেমদের নিকট কোন মসলা জিজ্ঞাসা করিবার পরে উত্তর পাইবার সাথে সাথে প্রশ্ন - ইহা কি বোখারীতে রহিয়াছে? ইহা কি সিহা সিত্তাতে রহিয়াছে? লা হাউলা অলা কূওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ্‌! গোমরাহী কত আম হইয়া গিয়াছে। শরীয়ত সম্মত পেশাব পায়খানা করিবার জ্ঞান যাহাদের মধ্যে নাই তাহারা একজন আলেমের নিকটে হাদীস ত্বলব করিতেছে! যাহাদের মধ্যে এতটুকু জ্ঞান নাই যে, বোখারী ও সিহা সিত্তা কে বা কাহারা লিখিয়াছেন এবং এই কিতাবগুলির বৈশিষ্ট কি! তাহারা আবার বোখারী ও সিহা সিত্তার খবরদারী! এই রোগটি সমাজের বুকে জন্মাইয়া দিয়াছে আমাদের দেশের ওহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়। এই শয়তানের দল হানাফী মাযহাবকে শেষ করিবার জন্য কথায় কথায় হাদীস ত্বলব। আবার হাদীস বলিলেও হইবে না। বোখারী ও সিহা সিত্তাতে রহিয়াছে কিনা, সেই খোঁজ! হানাফী ভাইদের বলিতেছি এই রোগে পড়িবেন না, গোমরাহ হইয়া যাইবেন। কয়েকটি কথা অবশ্যই মনে রাখিবেন -

(ক) বোখারী কিংবা সিহা সিত্তার লেখকগন কেহ আমাদের মাযহাবের মানুষ ছিলেন না। ইহারা কেবল হাদীস সংকলন করিয়া গিয়াছেন মাত্র। এই কিতাবগুলিতে ইসলামী জীবন যাপনের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা পাওয়া যাইবে না।

(খ) ইমামগন ছাড়া সাধারণ আলেম ও সাধারণ মানুষের ইসলামী জীবন যাপনের জন্য ইল্মে ফিকাহ বা ফিকাহ শাস্ত্রের প্রয়োজন। এই ফিকাহ শাস্ত্রের উপরে যাহাদের অনিহা আসিয়াছে তাহারা গোমরাহ হইয়াছে। এখানকার আহলে হাদীস ও সালাফী বলিয়া যাহারা দাবী করিতেছে তাহারা গোমরাহ। ইহাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

(গ) ইহাদের আর একটি রোগ হইল যে, হানাফীদের প্রদান করা হাদীসগুলিকে যঈফ বলিয়া দেওয়া। জানিয়া রাখিবেন! বোখারী কিংবা সিহা সিত্তার কথা না কোরয়ানে রহিয়াছে, না হাদীসে রহিয়াছে। এই কিতাবগুলির মধ্যেও বহু যঈফ হাদীস রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া এই কিতাবগুলির ভিতরে রহিয়াছে হানাফী মাযহাব বিরোধী হাদীস। কারণ, এই কিতাবগুলির লেখকগন হইলেন শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী। এই জন্য এই কিতাবগুলির মধ্যে শাফয়ী মাযহাবের স্বপক্ষে হাদীস সংগ্রহ করা হইয়াছে।

(ঘ) ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া সিহা সিত্তার কোন লেখক না ওহাবী ছিলেন, না লামাযহাবী ছিলেন।

(ঙ) হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে সমস্ত সহী হাদীস রহিয়াছে। কারণ, ইমাম আবু হানীফা সাহাবা ও তাবেঈনদের নিকট থেকে হাদীস সংকলন করিয়াছেন।

১২ই রবীউল আওয়াল পালনের প্রস্তুতি

সবচাইতে বড় ঈদ হইল ১২ই রবীউল আওয়াল। কারণ, আমরা নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত যাহা কিছু পাইয়াছি তাহা আমাদের প্রিয় নবী মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মাধ্যমে। তিনি শুভাগমন করিয়ছিলেন ১২ই রবীউল আওয়ালে। সুতরাং সবাই এই মহা আনন্দের দিনটি পালন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া যান। কি প্রকারে

প্রস্তুত হইবেন ?

(১) যেদিন চাঁদ উঠিবে সেইদিন প্রতিটি মসজিদ, মাকতাব ও মাদ্রাসায় পতাকা উঠাইয়া দিবেন। নিজের বাড়িতে পতাকা তুলিলেও কোন দোষ নাই। প্রতিটি মহল্লায় একটি পতাকা অবশ্যই তুলিয়া দিবেন। ইসলামে পতাকা উঠানো কোন দোষের কাজ নয়।

(২) যেদিন চাঁদ উঠিবে সেইদিন থেকে প্রতিটি মসজিদ ও মাদ্রাসায় কমপক্ষে ১২ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিন মীলাদ মহফিল ও দরূদ সালামের একটি অনুষ্ঠান কায়েম করিবেন। তবে এই অনুষ্ঠানটি ঈশার নামাজের পূর্বে কিংবা পরে করিলে খুব ভাল হয়। আর দরূদ ও সালামের স্থলে সালামে রেজা ও কাড়োরোঁ দরূদ পাঠ করিলে উত্তম হইবে।

(৩) জুলূস অবশ্যই বাহির করিবেন। এলাকায় জুলূসের ব্যবস্থা না থাকিলে আপনারা ব্যবস্থা করিয়া ফেলিবেন। তবে গ্রামে গ্রামে না করিয়া প্রতিটি গ্রাম থেকে জুলূস নিয়া এলাকায়ী কোন টাউনে সমবেত হইবার ব্যবস্থা করিলে সব চাইতে ভাল হইবে। প্রয়োজন বোধে থানা থেকে পারমিশন করিয়া নিবেন। ইসলামে পতাকা ও জুলূস কোনটি নাজায়েজ নয়। কোন বাতিল ফিরকার লোকের কথায় কর্ণপাত করিবেন না। এই জুলূসে অংশ গ্রহন করিলে আল্লাহ তায়ালা বহু সওয়াব দিবেন। যদি আপনার জীবনে কোন অবৈধ মিছিলে অংশ গ্রহন করা থাকে, তাহা হইলে এই জুলূস আপনার জন্য কাফফারাহ হইয়া যাইবে। ইসলামপুর থেকে ১৫/২০ কিলোমিটারের মধ্যে যাহাদের বাড়ি তাহারা দয়া করতঃ ইসলামপুর চলিয়া আসিবেন।

একটি জরুরী প্রশ্ন

আবুল কাসেম, উত্তর ২৪ পরগনা। হুজুর! জাকির নায়েকের বই পুস্তক পাঠ করা চলিবে? তাহার বই ঘর ঘর হইয়া যাইতেছে।

উত্তর ঃ- মুনাজারা - বাহাসের জন্য একমাত্র কামেল আলেমগনের জন্য জায়েজ যে, তাহারা প্রয়োজনে মন্দিরে, গীর্জাতে কিংবা ইহুদীদের উপসনালয়ে যাইবেন অথবা তাহাদের কিতাবাদি পাঠ করিবেন। কারণ, ইহা থেকে তাঁহারা ইসলামের সত্যতা প্রমান করিয়া দিবেন এবং কাফেরদিগকে নিরুত্তর করিয়া দিবেন। ইহা তো হইল সেই সমস্ত আলেম কামেলদের জন্য, যাঁহারা ঈমান ও আকীদার উপরে হজরত উমার রাদী আল্লাহু আনহুর ন্যায় দৃঢ় হইয়া কি গিয়াছেন। সাধারণ মানুষ তো দুরের কথা, সাধারণ আলেমদের পর্যন্ত বদ মাযহাব ও বদ আকীদার কিতাব পত্রে হাত দেওয়া জায়েজ নয়। (তাফসীরে, নাঈমী প্রথম খণ্ড ৬৬০ পৃষ্ঠা) কারণ, ইহাতে অনেক সময়ে নিজে সন্দেহের মধ্যে পড়িয়া গিয়া গোমরাহ হইয়া যাইবে। বর্তমানে যেমন জাকির নায়েকের বই পুস্তক ঘর ঘর হইয়া যাইতেছে তেমন ঘরে ঘরে গোমরাহী প্রবেশ করিতেছে। গোমরাহীর নায়ক জাকির নায়েকের বই পুস্তক থেকে শত শত ডাক্তার ও মাষ্টার গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহার বই পুস্তক সুন্নী মুসলমানদের পাঠ করা হারাম।

দশটি জরুরী প্রোগ্রাম

সুন্নীয়াত প্রচার প্রসারের জন্য আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ানের দশটি গুরুত্বপূর্ণ প্রোগ্রাম নিম্নে প্রদান করা হইতেছে। আল্লাহর অয়াস্তে আপনারা আপাপন সামর্থানুযায়ী কমপক্ষে একটি প্রোগ্রামকে বাস্তবায়িত করিবার চেষ্টা করিবেন।

(১) বিশাল বিশাল মাদ্রাসা কায়েম করিতে হইবে এবং সেগুলিতে যথা নিয়মে পড়াশোনা চালু রাখিতে হইবে।

(২) তালিবুল ইল্মদিগকে আর্থিক সাহায্য করিতে হইবে, যাহাতে তাহাদের মধ্যে প্রেরণা আসিয়া থাকে।

(৩) মুদার্রিসগনের খিদমাতের উপরে উপযুক্ত বেতন দিতে হইবে।

(৪) তালিবুল ইল্মদিগের মন মানষিকতাকে যাঁচাই করিতে হইবে। যে যেমন কাজের উপযুক্ত হইবে তাহাকে উপযুক্ত সাহায্য দিয়া সেই কাজে লাগাইতে হইবে।

(৫) তাহাদের মধ্যে যে তৈরি হইয়া যাইবে তাহাকে সাহায্য দিয়া বিভিন্ন দেশে প্রেরন করিতে হইবে যাহাতে তাহারা লেখনীর মাধ্যমে, বক্তৃতার মাধ্যমে, ওয়াজ ও নসীহতের মাধ্যমে এবং মুনাজারাহ করতঃ দ্বীন ও মাযহাবী কাজ করিবে।

(৬) ভাল ভাল লেখককে আর্থিক সাহায্য দিয়া মাযহাবের সমর্থনে ও বদ্ মাযহাবের বিরুদ্ধে ভাল ভাল কিতাবপত্র লেখাইতে হইবে।

(৭) পুরাতন ও নতুন লেখা কিতাবগুলি খুব সুন্দর ও মনোরম

মত ছাপাইয়া বিনা পয়সায় বিতরণ করিতে হইবে।

(৮) প্রত্যেক শহরে আপনার লোক নিযুক্ত থাকিবে যাহারা সেখানকার অবস্থার উপরে লক্ষ রাখিবে। যেখানে যেমন প্রয়োজন হইবে - বক্তৃতা, বই পুস্তক ও মুনাজারাহ; আপনাকে তাহারা অবগত করিলে আপনি দ্বীনের দুশমনদের মুকাবিলার জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পত্র পত্রিকা ও আলেম প্রেরণ করিয়া দিবেন।

(৯) আমাদের যাহারা উপযুক্ত ব্যক্তি রহিয়াছেন এবং নিজেদের জীবিকার ফিকিরে ব্যস্ত রহিয়াছেন তাহাদিগকে আর্থিক সাহায্য করতঃ যে যে কাজের উপযুক্ত তাহাকে সেই কাজে লাগাইয়া দিতে হইবে।

(১০) আপনাদের পত্র পত্রিকা প্রকাশ হইতে থাকিবে এবং ঠিক সময়ে সময়ে মাযহাবী লেখাগুলি দেশের সর্বত্রে পয়সা নিয়া কিংবা বিনা পয়সায় প্রতিদিন কিংবা কমপক্ষে প্রতি সপ্তাহে পাঠাইয়া দিতে হইবে।

হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, শেষ যুগে দিরহাম ও দিনারে (টাকা পয়সায়) দ্বীন চলিতে থাকিবে, আর যেহেতু ইহা সত্যবাদী নবীর সত্য জবানের কথা, সুতরাং ইহা অবশ্যই বাস্তব হইবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া)

এইবার আপনি চিন্তা করিয়া দেখুন! আপনার পক্ষে কোন প্রোগ্রামটি বাস্তব করা সম্ভব।

সুন্নী লাইব্রেরী করুন

চারিদিক থেকে বাতিল ফিরকা আপনাদের ঘিরিয়া ফেলিতেছে। এই মুহূর্তে নিজেদের ঈমান ও আকীদাহকে বাঁচাইবার জন্য অবিলম্বে একটি লাইব্রেরী কায়েম করিয়া ফেলুন। প্রতিটি মসজিদে নিম্নের কিতাবগুলির একটি সেট অবশ্যই রাখিবেন। প্রথমে মসজিদ থেকে দেওবন্দী ও জামায়াতে ইসসামীদের সমস্ত কিতাব বাহির করিয়া দিবেন। নিয়মমাফিক প্রতি দিন যদি সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে প্রতি সপ্তাহে একদিন অবশ্যই কোন একটি কিতাব খুলিয়া পড়িয়া সবাইকে শুনাইবার ব্যবস্থা করিবেন। কিতাবগুলির একটি ছোট তালিকা নিম্নে দেওয়া হইতেছে।

(১) তাবলিগী জামায়াতের অবদান!
(২) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(৩) ‘সলাতে মুস্তাফা’ বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৪) ফায়যানে সুন্নাত
(৫) তাফসীর কানযুল ঈমানের সহিত খাযাইনুল ইরফান
(৬) তাফসীর কানযুল ঈমানের সহিত নূরুল ইরফান
(৭) বাহারে শরীয়ত
(৮) কানুনে শরীয়ত
(৯) জায়াল হক - মুফতী আহমাদ ইয়ার খান আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান
(১০) শানে হাবীবুর রহমান
(১১) মোসনাদে ইমাম আ'যম
(১২) তাফসীরে নাঈমী। এই তাফসীরটি ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। এক একটি পারায় এক একটি খণ্ড হইয়াছে। ইহাতে পাইবেন - আয়াত পাক, আয়াত পাকের অনুবাদ, বর্তমান আয়াতের সহিত পূর্ববর্তী আয়াতের সম্পর্ক, আয়াতের শব্দগত তাফসীর, আয়াতের বিশদ ব্যাখ্যা, আয়াতের উপকারিতা, আয়াতের উপরে প্রশ্নোত্তর, শেষে আয়াতের আধ্যাত্মিক ব্যাখা। সুবহানল্লাহ! সুবহানাল্লাহ!

‘গতি’ পত্রিকার রমযান সংখ্যা - ২০১২

বিশ্বে ইসলামি শক্তির পতনের ইতিহাস

ব্রিটিশরা যখন দেখল হিন্দুরা ক্রমশঃ তাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন জোরদার করছে তখন তারা ১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের পর মুসলমানদের সমর্থন করতে থাকল। তখন ভারতে ব্রিটিশদের ঘনিষ্ট মুসলিম নেতাদের আবির্ভাব হয়েছিল যারা নামে মুসলমান কিন্তু তারা আহলে-সুন্নাহর বিরুদ্ধে ছিল। তারা বলতে লাগল যে অস্ত্র দিয়ে জেহাদ ফরজ নয়। ইসলামি শরিয়ত মতে হালাল বিষয়কে তারা হারাম বলে বর্ণনা করল এবং ইসলামে ঈমানের সূত্রগুলি তারা পরিবর্তনের চেষ্টা করল। ওইসব ব্যক্তিগণের মধ্যে খ্যাতনামা ছিলেন স্যার সৈয়দ আহম্মদ, গেলাম আহম্মদ কাদিয়ানী, আহ্দুল্লাহ গজনভী, নাজির হোসেন দেহলভী, ইসমাইল দেহলভী, সিদ্দিক হাসান পিহুপলি, রশিদ আহমদ গানগুহী, ওয়াহিদুজ জামান হায়দ্রাবাদী, আশরাফ আলী থানভী, শাহ আব্দুল আজিজিয়ার পৌত্র মহম্মদ ইসহাক প্রভৃতি। এই সব ব্যক্তিকে নতুন নতুন

গ্রুপ তৈরি করতে ব্রিটিশরা সাহায্য করত যাতে মুসলমানরা সেইসব দল বা উপদলে বিভক্ত হয় এবং সেই দলাদলি এখনও সমানে চলছে এবং এটাই মুসলমানদের অনৈক্যের সবচেয়ে বড় কারণ।

ব্রিটিশরা বিশ্বের বৃহৎ ইসলামি (মুঘল ও অটোমান) সাম্রাজ্য ধ্বংশ করার জন্য ও ইসলামি ঐক্য ধ্বংশ করার জন্য একুশ দফা পরিকল্পনা কাজে লাগিয়েছিল। তারা প্রথা বিরোধী ইসলামি দল যথা ওয়াহাবী, কাদিয়ানী ইত্যাদি গঠনে প্রচুর পরিশ্রম করেছিল এবং অর্থ ও লোকবল যুগিয়েছিল।

ইসলামের মধ্যে প্রথা বিরোধী দল হিসাবে ওয়াহাবী দল গঠনে তারা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। ইস্তাম্বুলের দারুল যুমান বিশ্ব বিদ্যালয়ের আকিদ-ই-ইসলামিয়া বিষয়ের অধ্যাপক বাগদাদের জামিল সিদকী যাহায়ী ইফেন্দীর লিখিত, 'আলফজর আল সাদিক' গ্রন্থটি ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে (১৩২৩ হি.) মিশরে প্রকাশিত হয়। তিনি লিখেছেন 'ওয়াহাবী গোষ্ঠীর প্রচলিত ধ্যান ধারণাগুলি নজদের মুহম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব ১১৪৩ হিজরী মানে ১৭৩০ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশ করেন। নজদের মুহাম্মদ ১৬৯৯ খ্রিষ্টাব্দে নজদে জন্ম গ্রহন করেন এবং ১৭৯২ খ্রিষ্টাব্দে মারা যান। দেরীহ য়ার আমীর মহম্মদ বিন সা'দ কর্তৃক বহু মুসলমানের রক্তপাতের মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর প্রসার ঘটিয়েছিলেন। ওয়াহাবীরা মুসলমানদের বহু ঈশ্বরবাদী বলে। তারা মুসলমানদের ওয়াহাবী দলভুক্ত না হতে চাইলে হত্যা করত এবং তাদের ধনদৌলত যুদ্ধলব্ধ মাল হিসাবে গ্রহন করত। তারা নবী স. কে সাধারণ মানুষ মনে করে এবং নিজেদের ধারণা মতো কোরআনুল করিমের ব্যাখ্যা করত। আর মুসলমানদের ধোকা দেবার জন্য তারা নিজেদের হাম্বলী মজবাহের লোক বলত। যদিও হাম্বলী মজহাবের আলেমগন তাদের মতবাদ খণ্ডন করেন এবং তাদের ধারণার বিরুদ্ধে ব্যাখা করে অনেক বই লিখেছিলেন। ওয়াহাবীরা অবিশ্বাসী কারণ তারা হারামকে হালাল বলে এবং নবী স. ও আওলিয়াদের ছোট করে অমর্যাদা করে। ওয়াহাবীরা হজের মধ্যে বহু শির্ক বেদা'য়াত লক্ষ্য করে এবং বলে ওয়াহাবী মতে হজ না করিলে হজ হয় না ইত্যাদি।

ওয়াহাবী মতবাদ দশটি বিষয়ের ওপর স্থাপিত ঃ

১। আল্লাহ্‌র আকার আছে, তাঁর হাত মুখ কান আছে অর্থাৎ তিনি নিরাকার নন।

২। তারা কোরআন শরীফকে নিজেদের ধারণা মতো ব্যাখ্যা করে।

৩। সাহাবায়ে কেরামদের বক্তব ও বর্ণনা সমূহ বাতিল করে।

৪। আলেমদের ব্যাখ্যা বক্তব্য ও বর্ণনা মসূহ বাতিল করে।

৫। কোন একটি মজহবের অনুসরণকারীকে তারা অবিশ্বাসী (কাফের) বলে।

৬। ওয়াহাবী মতবাদকে না মানলে তাকে অবিশ্বাসী বলে।

৭। যদি কেহ প্রার্থনার সময় তার ও আল্লাহর মধ্যে নবী স. বা পীরকে ওসিলা করে তাকে তারা অবিশ্বাসী বলে।

৮। তারা নবী বা খলিফা বা পীরের মাজার যিয়ারত করাকে হারাম বলে।

৯। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ওপর কসম করলে তাকে মুশরেক বলে।

১০। যদি কেহ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারও নামে মানত করে ও পীরের মাজারে কোনো প্রাণী যবেহ পূর্বক কোরবানী করে তাকে তারা মুশরেক বলে। উক্ত লেখক জামিল সিদকী যাহায়ী ইফেন্দী সাক্ষ্য প্রমান ও দলিল দিয়ে দেখিয়েছেন যে এই দশটি বিষয়ে ওয়াহাবীদের বক্তব্য ভুল। বর্তমানে যে বিভিন্ন সংগঠন বা জামাত দেখা যায় তার মধ্যে ওয়াহাবী বা ফ্রীম্যাসনদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কারণ তারা বিভিন্ন গোষ্ঠীর লোক দিয়ে তাদের সংগঠন তৈরি করেছেন। এই সংগঠনগুলির মতভেদ ও দলাদলি ইসলামি শক্তি পতনের ফল এবং মুসলিমদের ঐক্যের পরিপন্থি।

প্রিয় পাঠক! সাপ্তাহিক 'গতি'র রমযান সংখ্যা থেকে যে অংশগুলি উদ্ধৃত করিয়াছি সেগুলি থেকে যে কথাগুলি ভাবিয়া আসিতেছে সেগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি, আশা করি আপনি আমার সহিত একমত হইবেন।

(ক) স্যার সৈয়দ আহমাদ, গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী, নাজির হোসেন দেহলবী, ইসমাঈল দেহলবী, রশিদ আহমাদ গাঙ্গুহী ও আশরাফ আলী থানুভী; ইহারা ছিলেন নামে মাত্র মুসলমান। আসলে ইহারা আহলে সুন্নাতের বিরোধী। ইহারা প্রত্যেকেই ছিলেন বৃটিশ সরকারের বেতনখোন দালাল।

(খ) বিশ্বে ইসলামি শক্তি পতনের মূলে ওহাবী সম্প্রদায়। এই ওহাবী সম্প্রদায় হইল আসলে অবিশ্বাসী - কাফের। কারণ, ইহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে এবং আউলিয়ায় কিরামদিগকে অমর্যাদা করিয়া থাকে।

(গ) ওহাবীরা সুন্নী মুসলমানদের মীলাদ কিয়াম ইত্যাদি বিষয়গুলিকে শির্ক বিদয়াত বলিয়া থাকে। এইবার আমার কথা হইল যে, গতি পত্রিকার শত শত পাঠক আমার জবান ও কলমকে সমালোচনা করিয়া থাকে যে, উনি ওহাবী দেওবন্দীদের প্রতি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকেন ও লিখিয়া থাকেন। তবে জানিনা আজ গতির পাঠকদের মতামত কি হইবে?

PATRIKA

SUNNI JAGORAN

Editor : Mufti Golam Samdani Razvi

ISLAMPUR COLLEGE ROAD : MURSHIDABAD (W.B.)
INDIA, PIN. 742304
E-mail : sunnijagoran@gmail.com

মূল্য - ১২টাকা

সুন্নী জাগরণ

সু-সুপথ, সুচেষ্টার আশা,
ন-নবী, ওলী গওসের পথের দিশা,
নি-নিজেকে ইসলামের কর্মে করতে রত,
জা-জাগরণ আনতে হবে মোরা রয়েছি যত।।
গ-গঠন করতে মোদের সুন্দর জীবন,
র-রটতে হবে সদা সুন্নী জাগরণ,
ন-নইলে অজ্ঞতা মোদের করবে হরণ।।

—ঃ সম্পাদকের কলমে প্রকাশিত ঃ—

(১) 'মোসনাদে ইমাম আ'যম' এর বঙ্গানুবাদ
(২) তাবলিগী জামায়াতের অবদান
(৩) জুময়ার সুন্নী খুতবাহ
(৪) কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কান্‌যুল ঈমান'
(৫) মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
(৬) সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
(৭) সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
(৮) দুয়ায় মোস্তাফা
(৯) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
(১০) 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
(১১) সেই মহানায়ক কে?
(১২) কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
(১৩) তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
(১৪) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
(১৫) 'জান্নাতী জেওর' এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
(১৬) 'আনওয়ারে শরীয়ত' এর বঙ্গানুবাদ
(১৭) মাসায়েলে কুরবানী
(১৮) হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
(১৯) 'আল্ মিস্‌বাহুল জাদীদ' এর বঙ্গানুবাদ
(২০) সম্পাদকের তিন কলম
(২১) সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
(২২) 'সুন্নী কলম' পত্রিকা তিনটি সংখ্যা
(২৩) তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্‌সালাম
(২৪) নফল ও নিয়্যাত
(২৫) দাফনের পূর্বাপর
(২৬) দাফনের পরে
(২৭) বালাকোটে কাল্পনিক কবর
(২৮) এশিয়া মহাদেশের ইমাম
(২৯) ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
(৩০) মক্কা মদিনার মুসাফীর

Website : www.sunni jagran.wordpress.com

Printed by : NATIONAL OFFSET, Nutanbazar